করেন দরিদ্র সে সুখই জানেন না অতএব অবশ্য বিশেষ২ স্বীকার করিতে হইবে। অপর অতিনীচ হইলেও তৎসমীপে যেজন নম্র হয় তাহার কিছুই হানি হয় না। বরংলোকে প্রশংসাই করে আর মান্য জনের মান্যতা অবশ্য কর্ত্তব্যাহয় ইহাশাস্ত্রেও কহিয়াছেন যে পূজ্য মনুষ্যের যদি ব্যতিক্রম হয় অর্থাৎ মান্য মনুষ্যকে যদি মান্য না করে তবে তাহার অনিষ্ট ও দুঃখ ও অপমান ও তুচ্ছতা এই সকল হয়। আর যেজন মান্যের মান রক্ষা না করে তাহার অহংকার প্রকাশ হয় অহংকারে জ্ঞান ও সুখ প্রভৃতি সকলি নষ্টহয়। অতএব মান্যকে মান্যতা করিবে তাহাতে মান পাইবে আর আত্মাপেক্ষা বয়োধিক ও পিতামাতা ও পিতৃব্য ও রাজা ও গুরু ও বিদ্বান ও সাধু প্রভৃতিকে মান্যতা অবশ্য করিবেন তাহাতে সুখ ও জ্ঞান পাইবে।

ইহার উদাহরণ। শ্রীক্ষেত্র নিবাসি যজ্ঞনারায়ণ নামা একবৈশ্য ছিলেন তিনি সকল ব্যক্তিকেই সমান জ্ঞান করিতেন এবং মান্যের মানহানিতে রতছিলেন। অপর বলিতেন যে সকলপ্রাণিই সমান অতএব কি নিমিত্ত অন্যকে মান্য করিব এইরূপ আচরণ করত সকলসহ শত্রুতা ও দুঃখ হইতে লাগিল। এবং সকলমান্য রাজাকে মান্য না করাতে রাজা ও প্রজাগণের ক্রোধ উপস্থিত হওয়াতে ঐ যজ্ঞনারায়ণের ক্রমে২ মানহানি ও অর্থ

বিনাশ হেতু অতিশয় ক্লেশ হইল। পরে তৎপত্নী অতিসুশীলা সদ্গুণান্বিতা পতি দুঃখে দুঃখিতা হইয়া ঐ যজ্ঞনারায়ণকে স্তুতি প্রণতি দ্বারা বশীভূত করতঃ কহিলেন মহাশয় যদি বল যে জগৎকর্ত্তা সকলকেই সমান করিয়াছেন তবে তুমি পুরুষ আমি স্ত্রী আমি তোমার বশীভূতা তুমি আমার আশ্রয় এই সকল বিশেষ কি নিমিত্ত হইল। আর মনুষ্য ও পশু পক্ষি প্রভৃতির আহার ও বিহার প্রভৃতি ভিন্ন২ দেখিতে পাইতেছি অতএব অবশ্য আত্মাপেক্ষা মান্য আছেন নতুবা তোমাকে আমি কি নিমিত্ত মান্য করি এবং তোমাকে মান্যতা করিয়া আমার কি হানি হইতেছে অতএব মান্য মনুষ্যকে মান্যতা করহ তাহাতে তোমার মান ও ধন ও সুখ হইবে ইত্যাদি বাক্যদ্বারা যজ্ঞনারায়ণ মান্য ব্যক্তির মান করিতে লাগিল। অনন্তর যজ্ঞনারায়ণের শত্রুগণ মিত্র হইলেন এবং সকলে যজ্ঞনারায়ণকে আদর করিতে লাগিলেন তাহাতে যজ্ঞনারায়ণ সুখী হইলেন অতএব মান্যের মান অবশ্য কর্ত্তব্য।

গুরুর প্রতি শিষ্যের কর্ত্তব্য।

সংস্কৃত বাক্য ও দেশভাষা ও অন্য২ লিপ্যাদি এই উপদেশ করত বোধ জন্মাইয়া দেন সকল উপায়দ্বারা যেজন তিনিই গুরু আর উপদেশ গ্রহণ করেন যেজন তাঁহাকে শিষ্য বলা যায় গুরুকে মাতাপিতা অপেক্ষা অধিক মা

ন্যতা করিবেন যেহেতু মাতাপিতা প্রতি পালন ও রক্ষণ ও আহার প্রদান ও সতত চেষ্টাদ্বারা সন্তানের হিত করেন বটে কিন্তু জ্ঞানরূপ বৃক্ষকে দিতে পারেন না আর গুরু সেই জ্ঞানকে প্রদান করেন অতএব বিবেচনা করহ যে গুরু মাতাপিতা অপেক্ষা অধিক উপকারক কি না এবং শাস্ত্রেও কহিয়াছেন যে জন্মপ্রদ অপেক্ষা বৃদ্ধপ্রদ শ্রেষ্ঠ। যদি বল যে গুরু যেমত উপদেশ করত জ্ঞান প্রদান করেন সেই প্রকার মাতাপিতাও জ্ঞানদেন কেননা মাতাপিতা হইতে শরীরপ্রাপ্তি ও শরীররক্ষা হয় সেইশরীর ব্যতিরেকে কি জ্ঞান হয় ইহা যথার্থ বটে কিন্তু মাতাপিতা পরম্পরায় জ্ঞান প্রদান করেন আর গুরু সাক্ষাৎ জ্ঞান প্রদান করেন অতএব সর্ব্বাপেক্ষা মাতা পিতারমান্যতা তদপেক্ষা গুরুর মান্যতা করিতে হয়। অপর অসার সংসার স্বরূপ যে সমুদ্র ইহাতে অজ্ঞান ও ভ্রান্তি ও আপদ প্রভৃতিরূপ যে কুম্ভীরাদি তাহারা সর্ব্বদা মনুষ্যকে গ্রাস করণার্থ চেষ্টা করিতেছে এই সমুদ্রে পতিত যে মনুষ্যগণ তাহারদিগকে জ্ঞানরূপ নৌকাদ্বারা গুরুনাবিক হইয়া পরিত্রাণ করেন। আর দেখ জগৎ কর্ত্তা সৃজন কালীন যে নয়ন দিয়াছেন সেই নয়নদ্বারা কতক গুলি বস্তু দেখা যায় কিন্তু গুরু দত্ত যে জ্ঞানরূপ নয়ন তদ্দ্বারা অদৃষ্ট পদার্থ দৃষ্ট হয় অতএব জ্ঞাননয়নপ্রদ গুরুর মান্যতা ও সেবা ও তদভিমতানুচরণ কর্ত্তব্য এই সকল

দ্বারা যদি গুরু তুষ্ট হয়েন তবে গুরু সেই শিষ্যকে নিগূঢ় যে বাক্য তাহা কহেন তদ্দ্বারা শিষ্যের শীঘ্র জ্ঞান জন্মে আর জ্ঞানোদয় হইলে মান্যতা ও পরম সুখ হয়। অতএব গুরুর মান্যতা ও সেবা ও প্রিয়কার্য্য ও বাক্য মানস শরীরদ্বারা হিতকার্য্য শিষ্য অবশ্য করিবেন। অপর সর্ব্বদেশে প্রসিদ্ধ আছে গুরু তিরস্কার ও তাড়ন ও দণ্ড করিতেছেন সে কেবল শিষ্যের উপকারার্থই হয় আর কোন ব্যক্তিরো অপমান নাই আরো দেখ যদি বালককে কদাচ কেহ আঘাত কিংবা তিরস্কার করে তবে তাহার পিতামাতা অত্যন্ত ক্লেশপায় কিন্তু গুরু অতিশয় আঘাত করিলে ঐ মাতাপিতার আহ্লাদ জন্মে। এবং গুরুরো শিষ্যের প্রতি পুত্র সম স্নেহ হয় তাহাতে শিষ্যের জ্ঞানোদয় হইলে গুরুর অতিশয় আহ্লাদ জন্মে আর শিষ্যের রিপুগণ খর্ব্বহয় ও অসৎকার্য্য নিবৃত্তি পায়েন।

ইহার উদাহরণ। অযোধ্যাধিপতি দশরথতনয় শ্রীরামচন্দ্র সতত বশিষ্ঠ গুরুর উপাসনা এবং সেবা ও মান্যতা ও প্রিয় কার্য্যকরত বশিষ্ঠকে প্রীত করিলেন বশিষ্ঠ মুনিরো শ্রীরামচন্দ্র প্রিয়তম হইলেন কিন্তু বশিষ্ঠ মুনির কৃপাহেতু শ্রীরামচন্দ্র অল্প কালমধ্যে প্রাপ্তবিদ্য হইয়া ঐ গুরুর অনুমতিতে রতছিলেন তাহাতে ঐ অল্প বয়স্ক রামচন্দ্রের এমত সাহস হইল যে মৃগয়ার্থ বনে যাইয়া অতিভয় দায়ক সিংহ ব্যাঘ্রাদি বধ

করিতেন তাহাতে ঐ শ্রীরামচন্দ্র স্বীয় রাজ্যে সর্ব্ব কর্ত্তৃক মান্য হইয়া পরম সুখী হইলেন। অপর ঐ বশিষ্ঠ মুনির কৃপাহেতু শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ব্ব পুরুষ দিলীপ রাজা প্রভৃতি শিষ্যগণ পরম সুখসম্ভোগ করিয়াছেন।

প্রকারান্তর। মহানন্দতীরে শ্রীনাথ ও রেবতীনাথ গুরুর সদনে সতত বসতি করত গুরু সেবায় রত থাকিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ শ্রীনাথ ও রেবতীনাথের ভক্তি ও সেবাদ্বারা গুরু সন্তুষ্ট হইয়া উত্তমরূপ উপদেশ প্রদান করিলেন তাহাতে অতিত্বরায় ঐ উভয়ে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া উভয়ে২ বহুদ্রব্য দ্বারা গুরুর সন্তোষ করতঃ স্বীয় গৃহে গমন করিলেন। অতএব গুরুর মান্যতা ও গুরুর প্রিয়কার্য্য করণার্থ পরিশ্রম করিবে।

জ্ঞানোপার্জ্জন বিষয়ে খর্ব্বতার আবশ্যকতা।

জ্ঞানোপার্জ্জন বিষয়ে মনুষ্য অবশ্য খর্ব্বতা প্রকাশ করিবেন খর্ব্বতাদ্বারা মান্যতা ও সুখ ও বিজ্ঞান জ্ঞান হয় যেহেতু খর্ব্ব না হইলে অহঙ্কার প্রকাশ পায় অহঙ্কার দ্বারা সকল জন সহ শত্রুতা হয় এবং গুরুও তাচ্ছল্য করেন অতএব কি প্রকারে অন্যজন কর্ত্তৃক মান্য হইবেন আর গুরুর তুষ্টি ব্যতিরেকে কি বিদ্যা হইতে পারে অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন যে গর্ব্বতা মনুষ্যকে খর্ব্ব করেন খর্ব্বতা নীচকে উচ্চ করেন কেবল গর্ব্বই খর্ব্বকারক জানিবে এবং শাস্ত্রে ও কহিয়াছেন যে খর্ব্ব

তায় কাম ক্রোধাদি রিপু খর্ব্ব হয় ও জ্ঞানোদয় করেন আর দেখ যেজন দুঃখভোগ কদাচ করেনাই তিনি যেমত সুখাস্বাদন করিতে যোগ্য হয়েন না এবং সদা আলোকদর্শী যেজন তিনি যেমত অন্ধকার জানেননা তাহার ন্যায় যে জনের খর্ব্বতা নাই সে জন কি বিদ্যা জন্য সুখ জানিতে পারেন যদি খর্ব্বতা থাকে তবে অবশ্য বিদ্যা ও সুখ হয় আর তাহার আস্বাদন জানিতে পারে। অপর খর্ব্বতা হীনজন ঐশ্বর্য্যযুক্ত জনকে সংদর্শন করিয়া হিংসা করেন সেই হিংসাদ্বারা সতত ক্লেশ পায়েন কিন্তু খর্ব্ব জনগণের খর্ব্বতা হেতু হিংসা হয় না এবং ঐ খর্ব্ব তাদ্বারা উপার্জ্জিত যে জ্ঞান তদপেক্ষা ঐশ্বর্য্যকে তুচ্ছজ্ঞান করেন বিদ্যাহইতে অধিক কি আছে ইহা বলেন অতএব শাস্ত্রে বিদ্যারূপ যে রত্ন ইনি মহাধন এই বিদ্যারূপ ধনাপেক্ষা অধিক ধন নাই। আর যদি খর্ব্বজ্ঞান আত্মাতে না করহ তবে হিংসা ও সুখ ও উত্তম পরিচ্ছদে ইচ্ছা হইবে তাহাতে কদাচ বিদ্যাহইতে পারে না। অতএব খর্ব্বতা প্রকাশ করহ যে তদ্দ্বারা যথার্থ সুখ সম্ভোগ হইবে আর সকল লোকে উত্তমত্বরূপে প্রকাশ পাইবে যেমত হীরকের যে দীপ্তি অন্ধকার আগার মধ্যে রাখিলে জানা যায় এবং দ্রব্য বহনাদি ও গমনাদিদ্বারা অত্যন্ত শ্রমযুক্ত জন যেমত উপবেশনাদিকরতঃ সুখ সংভোগ করেন। আর যেমত দাহাদিদ্বারা স্বর্ণের উত্তমতা প্রকাশ পায়

এই সকলের ন্যায় খর্ব্বতাদ্বারা মনুষ্য দীপ্তি ও মান্যতা ও সুখ ও জ্ঞান পায়েন। আর যেমত সাহস সংযুক্ত যে জন তিনি যদি আপদ্ সময়ে সাহসদ্বারা দুঃসাধ্য যে কর্ম্ম তাহা সাধন করেন তবেই তাহার সাহসের সার্থক নতুবা সে সাহসে কি প্রয়োজন সেইরূপ খর্ব্বতা ও নম্রতাদিযুক্ত ব্যক্তি যদিবিদ্যাদি উপার্জনকরেন তবে সেই বিদ্যাদিসুখ দেন নতুবা সে ব্যর্থ জানিবে অতএব তোমরা খর্ব্বতা ও নম্রতাবলম্বন করহ যে তদ্দ্বারা জ্ঞান ও পরম সুখ হইবে।

ইহার উদাহরণ। মহারাজ সান্তনু তনয় ভীষ্ম অতি বলবান ও যোদ্ধা ও সর্ব্ব শস্ত্র ও শাস্ত্র বিদ্যায় নিপুণ ছিলেন তিনি খর্ব্ব ও নম্রতা বলম্বন হেতু পৃথিবী মণ্ডলে উত্তম যশঃ ও কীর্ত্তি ও সুখ্যাতি ও মান্যতা ও সর্ব্বপ্রিয়ত্ব পাইয়া পরমজ্ঞানদ্বারা পরম সুখীহইয়াছিলেন কিন্তু জমদগ্নি সুত পরশুরাম অতি মান্য ও সুখীছিলেন তিনি গর্ব্ব হেতু অনেক২ স্থানে ক্ষোভ পাইয়াছেন এবং দশরথ তনয় শ্রীরামচন্দ্র যৎকালীন জনক রাজ নন্দিনী সীতাকে পরিণয়ন করিয়া আনয়ন করেন সেই সময়ে পথি মধ্যে ঐ পরশুরাম অতি গর্ব্বপূর্ব্বক শ্রীরামচন্দ্র প্রতি আক্রমণ করিলে শ্রীরামচন্দ্র নম্র হইয়া অনেক স্তুতি করিলেও পরশুরামের কৃপা হইলনা বরং গর্ব্বই প্রবৃদ্ধ হইল অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র সহ যুদ্ধারম্ভে পরশুরাম ক্ষোভ পাইলেন এবং পরশুরামের সুখ বিনষ্ট হইল।

প্রকারান্তর। গুজরাট নগর নিবাসি শচীবভট্ট অতি মান্য ও ধনাঢ্য ও বিদ্বান ছিলেন তৎপুত্র চিরংজীব ভট্ট অতি গর্ব্বহেতু সকল জনকে তাচ্ছল্য করেন কিন্তু অহঙ্কার দ্বারা বিদ্যা ও সুখপ্রভৃতি সকলি নষ্ট হইল তথাপি চিরংজীবের গর্ব্ব দূর হয় না। পরে শচীব ভট্ট পুত্রের মূর্খতা ও দুঃখ হেতু অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ঐ পুত্রের প্রতি প্রহার ও উত্তমনীতি শিক্ষাদ্বারা চিরঞ্জীব ভট্টের গর্ব্বকে খর্ব্ব করিলেন। পরে চিরঞ্জীব খর্ব্বতা ও নম্রতাদ্বারা সকলের প্রিয় হইয়া সর্ব্বথা শাস্ত্র চিন্তা ও শাস্ত্রালোচনদ্বারা জ্ঞান প্রাপ্তিপূর্ব্বক পরম সুখ পাইলেন। অতএব মনুষ্যদিগের উচিত যে খর্ব্ব ও নম্র হয়েন।

উপদেশ তুচ্ছতা প্রাপ্ত শিশুর বয়োঽধিকে দুরবস্থাবিষয়ক।

যে জন বাল্যাবস্থায় বিদ্যোপার্জনবিষয়ে চেষ্টা ও পরিশ্রম ও সদুপদেশ গ্রহণ করেন না তাহার অধিক বয়সে অত্যন্ত মানসিক ও কায়িক ও বাচিক ক্লেশ হয় যেহেতু বাল্যাবস্থায় কোন সাংসারিক ব্যাপারে চেষ্টা করিতে হয় না আর কোন বিষয় চিন্তা নাই ও সতত অন্তঃকরণে স্বচ্ছন্দ বিদ্যোপার্জন বিরোধি কোন কার্য্যের সম্ভাবনাও নাই অপর অভ্যাস শক্তি ও পরিশ্রম শক্তি প্রভৃতি সকলি আছে ইহাতেও বিদ্যাবৃদ্ধির প্রতি ও অধ্যয়নে

যত্ন করেন না অতএব এমত জনের কিরূপে উত্তর কালে বিদ্যা ও তজ্জন্য সুখ হইবে। যদ্যপি বয়োধিক হইলে আত্যন্তিক দুঃখ হেতু বিদ্যাভ্যাসেযত্ন করে তবে সে সময়ে কি বিদ্যা হয় কিংবা তজ্জন্য সুখ হয় কিছুই হইতে পারে না যেমত বর্ষাদিকাল অতীত হইলে ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে ফল জন্মে না তাহার ন্যায় জানিবে। আর বাল্যাবস্থায় বিদ্যাভ্যাস না করিলে উৎসাহ ওসাহস ও ইচ্ছা প্রভৃতি থাকে না। অপর অন্য ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিদ্বান্ ও প্রশংসিত হইব এই প্রকার যে ইচ্ছা তাহাও থাকেনা ইচ্ছাও বিদ্যার প্রতি কারণ! আর যে ব্যক্তি বাল্যাবস্থায় তাচ্ছল্য করিয়া অধিকবয়সে চেষ্টা করেন তাহারদিগের কেবল পরিশ্রম আর বিলাপকরণ জানিবে। আর যেজন বাল্যাবস্থায় গর্ব্ব ও আলস্যাদি প্রযুক্ত বিদ্যাভ্যাস না করে তবে তাহার বয়োধিক হইলে কোন কার্য্যে মনঃস্থির হয় না কেবল সকল কার্য্যে বিরক্ত হয় আর যদ্যপি বয়োধিকে বিদ্যাভ্যাসে ইচ্ছা ও সুখ ও উপকার বোধ হয় তথাপি মনঃস্থির হয় না যেহেতু তৎকালীন মনুষ্যরা সতত নানা বিষয়ে ভ্রমণ করে আর নূতন২ বিষয়ে নূতন২ উপদেশ দ্বারা ইচ্ছা হয় কিন্তু বয়োধিক্য হেতু সেই ইচ্ছাদ্বারা ফল জন্মে না। অপর যতো অধিক বয়স হয় তত সংসারাদি চিন্তা বৃদ্ধি হইতে থাকে অন্য চিন্তা উপস্থিতা হইলে শাস্ত্র চিন্তা কি প্রকারে

হইতে পারে। আর যেমত বেলা যত গত হইতে থাকে তত ছায়াক্রমে২ বৃদ্ধি হয় সেই প্রকার মনুষ্য দিগের যতোবয়োবৃদ্ধি হয় ততো রাগাদি প্রবৃদ্ধ হইয়া বিদ্যাতে তাচ্ছল্য হয় আর উপদেশে তাচ্ছল্য ও অনুতাপ হয় এবং জ্ঞানজন্য যে আহ্লাদ ও উত্তম অপকৃষ্ট দ্রব্যের আস্বাদ বৈলক্ষণ্য ও বিষয় সুখ প্রভৃতি কিছুই হয় না। আর যে জন অক্ষয় আনন্দজনক জ্ঞানোপার্জ্জন করেন এবং সতত পরমপদার্থান্বেষণদ্বারা কালক্ষেপণ করেন তাহারা সকল সুখাস্বাদন করিতে পারেন যেহেতু জগৎকর্ত্তৃকর্ত্তৃক সৃজিত হইয়া তাহার সৃজিতবর্ত্মে থাকেন তাহাতে তৎ সৃজিতবিষয় সুখ ও পরম সুখ সাক্ষাৎ করিতে যোগ্য হয়েন। আর বস্তুতো অসুখ যে ক্ষণিক ইন্দ্রিয়জন্য সুখ তদপেক্ষা উত্তম যে পরম সুখ তাহাই বুদ্ধিমান মনুষ্য অন্বেষণ করেন। অপর যেমত জয় ও রাজ্যার্থি জন সতত নূতন২ জয় ও রাজ্য বৃদ্ধির নিমিত্ত যুদ্ধাদি দ্বারা চেষ্টা করেন সেই প্রকার বিদ্যার্থি ব্যক্তি নানা পরিশ্রমাদিদ্বারা বিদ্যা ও বিজ্ঞান ও জ্ঞান বৃদ্ধি ও নূতন২ আভাস ও নূতন২ রচনাপ্রভৃতি করেন। আর সকলসাধু সমীপে বিদ্বান মনুষ্য সততপূজ্য ও মান্য হয়েন এবং বিদ্বান মনুষ্যের মৃত্যু হইলেও তাহার গুণ কীর্ত্তন সর্ব্বরাজ্যে সর্ব্ব মনুষ্যেরা করেন। আর শাস্ত্রে ও ব্যবহারে এই আছে যে বাল্যাবস্থায় বিদ্যাভ্যাস যৌ

বনে বিষয় চেষ্টা বার্দ্ধক্যে তত্বচিন্তা করিবে। অতএব হে বালকগণ তোমরা অহঙ্কার ও সুখবাসনাপ্রভৃতি পরিত্যাগপূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাস ও জ্ঞান চেষ্টা ও শাস্ত্র চিন্তা করহ অধিক বয়সে বিদ্যা পাইবে না সতত নানা দুঃখ ভোগ করিতে হইবে।

ইহার উদাহরণ। মহারাজাধিরাজ দিলীপ রাজা তৎসুত রঘু অতি শিষ্ট বিশিষ্ট মান্য জনের মান প্রদ ছিলেন তিনি বাল্যাবস্থায় সতত বিদ্যাভ্যাস ও শাস্ত্র চিন্তা ও শাস্ত্রানুশীলন ও শাস্ত্র সন্দর্শন ও শাস্ত্র রচনা করিয়া শিল্প শাস্ত্রাদিতে নিপুণ হইলেন অনন্তর যৌবনাবস্থায় ঐ রঘুরাজা দিগ্বিজয় করতঃ সকল রাজ্যাধিপতি হইলেন তাহার ধনুর্ব্বিদ্যায় এমত পারদর্শিত্ব যে যৎকালীন দিলীপ ঐ রঘুকে অশ্বরক্ষার্থ নিয়োগ করেন তৎকালীন রঘুর ষোডশবর্ষ বয়ঃক্রম কিন্তু সকল রাজাকে পরাভব পাওয়াইয়া ইন্দ্র নামক জনসহ যুদ্ধ হইলে ইন্দ্রের বজ্র রঘু সমীপে পরাঙ্মুখ হইল ইন্দ্র ও রঘুকে নীতি ও বিনয় বাক্যদ্বারা যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিলেন আর রঘুর যে শাস্ত্রজ্ঞতা ও কীর্ত্তি ও যুদ্ধ নৈপুণ্য ও সুখ ও বিদ্যা তাহা মহাভারতে বিস্তৃত আছে। অপরং দ্বারকা নিবাসি নিধিপতি নামা বিপ্র ছিলেন তিনি সর্ব্বদা বাল্যাবস্থায় বনে২ গোরক্ষক গোপবালক সহ ভ্রমণ করিতেন আর কিঞ্চিৎ পিতৃধন ছিল তাহাতে অত্যন্ত অহঙ্কার

প্রকাশ করিতেন আর উত্তম আহার উত্তম পরিচ্ছদে সতত ইচ্ছাছিল এইরূপে বাল্যাবস্থা গতা হইয়া যৌবনার্দ্ধ গত হইলে পূর্ব্ব ধন ক্ষয় ও মান্যতাহানি ও পরিবারের অত্যন্ত ক্লেশ দেখিয়া বিদ্যাভ্যাসে মতি করিলেন কিন্তু তাহাতে যদ্যপি ইচ্ছা হইল মতি স্থির হয় না ও পরিশ্রম ও অভ্যাস করিতে পারেন না আর শাস্ত্র চিন্তনে সংসার চিন্তা উপস্থিতা হয় কেবল তাহাতে মনস্তাপ মাত্র কিছুই বিদ্যা হইল না। অতএব বাল্যাবস্থায় অবশ্য বিদ্যোপার্জন করিবে নতুবা মনস্তাপ ও অপমান ও নানা দুঃখভোগ করিতে হয়!

দৃঢ়তাদ্বারা কার্য্য সিদ্ধি।

মনুষ্যরা যদি বিদ্যা বৃদ্ধি ও ধনোপার্জনে ও অন্যং বিষয়কার্য্যে দৃঢ়তা করেন তবে তাহার ক্রমেং তত্তদ্বিষয় অবশ্য সিদ্ধ হইবে যেমত উচ্চ স্থান প্রাপ্ত নিমিত্ত যাহার দৃঢ়তা থাকে তবে ক্রমেং সোপানদ্বারা তৎস্থান প্রাপ্ত হয় তাহার ন্যায় ক্রমেং বিদ্যাদি বৃদ্ধি পাইয়া পরমসুখ প্রাপ্ত হয়েন। আর যেমত মক্ষিকা প্রভৃতি ক্রমেং দৃঢ়তর যত্নদ্বারা কিঞ্চিৎ২ মধু আনয়নপূর্ব্বক বহু সঞ্চয় করে তাহার ন্যায় মনুষ্যরা যেকর্ম্মে দৃঢ়তর যত্নপূর্ব্বক প্রবৃত্ত হয়েন তাহারদিগের সে কার্য্য অবশ্য সিদ্ধ হয়। অপর চিত্রকর প্রথমত পুত্তলিকার আকার নির্ম্মাণ করে অনন্তর সেই পুত্তলিকা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অংকারদ্বারা অতি মনো

হরবৃপতা পায় তাহার ন্যায় সকল কার্য্যই ক্রমেং সিদ্ধ হইয়া উত্তমতাকে পায়। আর দেখ বাল্যাবস্থাবধি যাহাং রচনাপ্রভৃতি হইয়াছে সেই সকল একত্র করিলে কত্তোহয়। অতএব ক্রমেং দৃঢ় যত্নপূর্ব্বক কার্য্য করিলে অবশ্য সিদ্ধ হয়। এবং কচ্ছপ ক্রমেং মান্দ্য গতিদ্বারা স্বীয় স্থানকে প্রাপ্ত হয়েন কিন্তু বনবিড়াল অর্থাৎ খড্কশের অতি দ্রুত গতি তথাপি স্বস্থানপ্রাপ্তি হয় না। অপর স্থান বিশেষে ক্রমেং কিঞ্চিৎং মৃত্তিকা যোগে প্রস্তরত্ব প্রাপ্তি পূর্ব্বক পর্ব্বত হয় ও ক্ষুদ্র নদী ক্রমেং প্রবাহদ্বারা অতি প্রবলা হয় তাহার ন্যায় দৃঢ়তাদ্বারা অতি দুঃসাধ্য কার্য্য সাধন হয়। অতএব সতত সকল কার্য্যে দৃঢ় যত্ন করহ যে তদ্দ্বারা অবশ্য কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

ইহার উদাহরণ। অযোধ্যাধিপতি দশরথ সুত শ্রীরামচন্দ্র দৃঢ় যত্নহেতু অতি দুঃসাধ্য প্রবলতর বারিধি উপরি সেতু বন্ধন করিয়া সমুদ্র লঙ্ঘনপূর্ব্বক লঙ্কা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এবং বহুং লোক বহুং রাজার দুর্জ্জয় করত আধিপত্য ও নানা প্রকার সুখ সম্ভোগ করিয়াছেন।

অপর আদিত্য সুত সুরথ নামক সম্রাট রাজা ছিলেন এই আদিত্য তনয়ের আদিত্য তুল্য প্রতাপদ্বারা সর্ব্বদা শত্রুসংঘ সংতপ্ত হইত কিন্তু অতি নীচ কতগুলি শূকর খাদক আগমনপূর্ব্বক দৃঢ়তর প্রযত্ন প্রযুক্ত সুরথের সকল

রাজ্যে আধিপত্য করিয়া সুরথের রাজধানী আক্রমণ করত সুরথ রাজা অভিমানে নির্জ্জন গহনে গমন করিলে ঐ কোল ধ্বংসিরা স্বচ্ছন্দে রাজত্ব করিতে লাগিল। অতএব যে২ বিষয়ে দৃঢ়তা করে মনুষ্যদিগের সেই২ বিষয় অবশ্য সিদ্ধ হয়। শুন সকল মনুষ্যগণ তোমরা কার্য্য বিষয়ে দৃঢ় যত্ন করহ যে তদ্দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ হইলে সুখ ও স্বচ্ছন্দ ও জ্ঞান পাইবে। আর বিষয় ও জ্ঞান ও বিদ্যাবিষয়ে অতিশয় দার্ঢ্য করহ তাহাতে মান্যতা ও পরম সুখ হইবে। আর লোকেও দৃষ্ট হইতেছে যে দৃঢ় তাদ্বারা বিদ্যা ও জ্ঞান প্রাপ্তিপূর্ব্বক মনুষ্য পরম সুখী হইতেছেন।

সভ্যতাবিষয়ক।

সতত সধুনিকটে গমন ও সদ্বৃত্ত ও সদাচারী ও নীতিজ্ঞ ও প্রিয়বাদী ও সরস কাব্য সংযুক্ত হিত বাক্য প্রয়োক্তা ও সরলচিত্ত ও শিষ্ট ও সকলদর্শী যেজন তাহাকে সভ্য বলা যায় এই সভ্যের যে ধর্ম্ম তাহার নাম সভ্যতা সভ্য তাদ্বারা সকলজন ও রাজ সমীপে মান্যতা ও রাজা প্রভৃতির প্রিয় হয়। অতএব সদাচার ও উত্তম অথচ প্রিয় বাক্য ও নীতি শিক্ষা ও সরস কাব্যযুক্ত প্রয়োগ ও সারল্য ও শীলতা ও নম্রতা ও স্থিরতাপূর্ব্বক কর্ম্মাচরণ করহ যে তদ্দ্বারা পরম সুখী ও সভ্য হইবে আর সকল লোকে আদর করিবে৮ আর এই সভ্যকে লোকে শিষ্ট কহেন

অতএব শিষ্টতা ও সভ্যতার ভেদ নাই। সভ্যের যে সমস্ত গুণ একাল্যাবস্থাবধি অভ্যাস করিলে হয় নতুবা বয়োধিক্যে কদাচ হইতে পারে না কেবল ইহার বৈপরীত্যই হয় এবং উত্তম বাক্যপ্রয়োগ মধ্যে তদ্বিরোধি কলরব শব্দ প্রভৃতি করণ ও বিতণ্ডাবাদিত্ব ও চিৎকার পূর্ব্বক কথন ও অতিহাস্য করণ ও চক্ষুর কুৎসিত ভঙ্গী করণ ও ভ্রূকৌটিল্য ও বক্তুকৌটিল্য ও অন্যাঙ্গভঙ্গী করণ ও কুটিলতা অল্পদর্শিত্ব ও অসদাচরণ এই সকল সভ্যতার বিপরীতধর্ম্ম জানিবে বিপরীতাচরণদ্বারা তাহার হানি ওতুচ্ছতাওনীচতা ও অনাদর সকলেই করে আর তদ্দ্বারা বরং অহঙ্কার প্রকাশ হয় অতএব হে বালকগণ তোমরা সভ্যতা বিষয়ে সতত চেষ্টা করহ অধিকবয়সে কিছু হইবে না বরং ইহার বিপরীত হইবে তাহাতে কেবল নিন্দা ও মনস্তাপ প্রভৃতি প্রাপ্তি হইবে।

ইহার উদাহরণ। সূতনামক এক শূদ্রতনয় তিনি সর্বদা প্রিয় ও সদ্বক্তা ও সদাচারী ও সরল চিত্ত ও শিষ্ট ও সমদর্শী ও সরস কাব্যযুক্ত বচন প্রয়োগকর্ত্তা ও নীতিজ্ঞ ও প্রিয়বাদী ও হিতবাদী ছিলেন এই হেতু তাঁহাকে সকল লোক মান্যতা ও আদর করিতো এবং তাঁহার সভ্যতা জন্য যুঞ্জান ও যোগি ও সমাধিনিষ্ঠ ও সকল শাস্ত্রজ্ঞ ও জ্ঞানারূঢ় ও জ্ঞানী যে ঋষিগণ ও মুনিগণ তাঁহারাও ঐ সত্যকে আদরপূর্ব্বক বক্তৃত্ব

প্রদান করিয়াছিলেন অতএব সূত্ত যে কিরূপ সভ্য তাহা কি কহিব। অপর এই সভ্যতা হেতু বিশ্ব মান্য ও ধন্য হইয়া পরমজ্ঞান প্রাপ্তি পূর্ব্বক পরম সুখ পাইয়াছিলেন অতএব তোমরা সতত সাধু সমীপে সমাগমন করিয়া সভ্যতা যদ্দ্বারা হয় তাহার সর্ব্বদা চেষ্টা করহ যদ্যপি চেষ্টা না করহ তবে ইহার বৈপরীত্যে বিপরীত ফল ভোগ করিতে হইবে।

স্বকীয়দেশ প্রতি স্নেহ।

আপনার দেশ ও দেশস্থের প্রতি আদর ও মান্যতা ও ভক্তি ও স্নেহ অবশ্য কর্ত্তব্য ইহার দ্বারা সাধুতা হয় সাধুতাদ্বারা পরম জ্ঞান তদ্দ্বারা পরম সুখ হয়। আর স্বদেশস্থ যদ্যপি নীচ ও নিন্দনীয় হয় তথাপি তাহাকে আদর করিবেন এবং স্বদেশ যদি মরুভূমি হয় তথাপি তাহাকে প্রশংসা করিবে কারণ সকলের প্রতি স্নেহ করিলে সকল লোক প্রীত হয় তাহাতে বসতির অতি সুখ হয় অপর আত্মীয়ানাত্মীয় সকলের সুখ চেষ্টা হেতু কোন জন সহ শত্রুতা থাকেনা আর অতি প্রবলরিপু কাম ক্রোধ ও হিংসাপ্রভৃতি থাকে না এবং সর্ব্বদা সকলের সুখ সং-চিন্তনদ্বারা সমভাবোদয় হয় তদ্দ্বারা শীঘ্র জ্ঞান ও পরম সুখ প্রাপ্তি হয়। শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে জন্মস্থান ও বসতি স্থান ও জননীকে অধিক আদর করিবে আরো কহিয়াছেন যে স্বীয়দেশস্থ নীচ হইলেও তাহাকে বন্ধু

জ্ঞান ও বন্ধুর ন্যায় আদর কর্ত্তব্য। ইহা ও লোকে দৃষ্ট হইতেছে যে দেখ অতি দূর দেশস্থ এক ব্যক্তির যদি স্বদেশীয় কোন জন সহ সাক্ষাৎ হয় তবে সেই প্রবাসস্থ ব্যক্তির যে কিরূপ আহ্লাদ জন্মে তাহা কি কহিব আপনারা অনুভব করিলে জানিতে পারিবেন। অপর স্বদেশস্থ যদি কেহ নীচ কিংবা শত্রুই হয় তথাপি কোন জনের আপদ উপস্থিতা হইলে স্বদেশস্থ যে প্রকার তাহার আপচ্ছান্ত্যর্থ চেষ্টা পায় সেই প্রকার অন্যদেশস্থ ভদ্র ও বহুকাল সংসর্গি হইলে ও করেন না। আর অনুভব করিবেন যে পশু পক্ষি প্রভৃতি ও যদি কোন কারণ বশত দেশান্তর গত হয় কিঞ্চিৎকালানন্তর স্বদেশীয় কোন পশু পক্ষির সহিত সংদর্শন হইলে সেই পশু পক্ষি অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়েন। এবং সেই পশ্বাদি পুনর্ব্বার স্বদেশে আগমন করিলে তাহার বোধ হয় যে প্রাণ পাইলেম আর মনুষ্যাদির যে হইবে তাহার কি আশ্চর্য্য।

ইহার উদাহরণ। কাঞ্চিপুর নিবাসি করুণাশূন্য করুণাময় নামক এক রাজপুত্রছিলেন তাঁহার সতত স্বদেশীয় জনের প্রতি দ্বেষ ছিল তাহাতে সদা সকল সহ শত্রুতা ও বিরোধ হওয়াতে সর্ব্বদা অতিশয় অসুখ হইত অনন্তর এক দিন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বিবেচনা করিলেন যে কিঞ্চিৎকাল দেশ ভ্রমণ কর্ত্তব্য। পরে

বহু দিবসাবধি নানা দেশ ভ্রমণ করতঽ এক দিন এক স্থানে এক স্বদেশস্থ পরমরিপু সহ সংদর্শনে অতিশয় আহ্লাদে মগ্ন হইয়া স্বাগতাদি প্রশ্নদ্বারা সেই শত্রুকে সন্তুষ্ট করিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক স্বদেশ প্রতি করুণাময়ের করুণা হইল। অনন্তর করুণাময় ঐ সত্রু সহ স্বগৃহে আগমন করিয়া স্বদেশ ও স্বদেশস্থের প্রতি অতি স্নেহ প্রকাশ করতঽ করুণা ময়ের সকল শত্রু মিত্র হইলেন তাহাতে সর্ব্বদা সুখ হইলে করুণাময় স্বদেশস্থ সকল জনের প্রতি সমান জ্ঞান করতঽ কামাদি শত্রু সংঘের শমতাপূর্ব্বক পরম জ্ঞান ও পরম সুখ পাইলেন অতএব তোমরা স্বদেশস্থের প্রতি সমান মতি করহ আহাতে পরম জ্ঞান ও পরম সুখ পাইবে।

সাহসবিষয়।

কার্য্য বিষয়ে যে অধ্যবসায় তাহার নাম সাহস সাহস দ্বারা লজ্জা ও ভয় ও পরিশ্রম ও আপদ্‌জন্য ক্লেশ এই সকল মনুষ্যদিগের দূর হয় আর শরীর রক্ষা ও স্বচ্ছন্দে বসতি ও সর্ব্বসহ মিত্রতা ও ধনোপার্জন ও সুখ ও আপদ শান্তি ও দুঃসাধ্য সাধন ও বিদ্যা ও পরম জ্ঞান ও পরম সুখ হয় কিন্তু এই সাহস সৎকার্য্যে করিলে উক্ত ফল হয় আর অসৎকার্য্যে করিলে দুঃসাধ্যসাধন ও শ্রমের ন্যূনতা হয় বটে কিন্তু কাম ক্রোধ প্রভৃত প্রবৃদ্ধ হয় ও অন্যঽ দোষ সমূহ ঘটে। অতএব সৎকার্য্যে সাহস অবশ্য কর্ত্তব্য

দেখ বীরগণ জয় ও মৃত্যুতে সমজ্ঞান করিয়া সাহস হেতু অতি দুর্জেয়কে জয়করত রাজত্ব করিতেছেন। অপর শরীর পরিগ্রহণ করিলেই প্রায় মৃত্যু ও শোক ও ব্যাধি ও জরা ও সুখ ও দুঃখ ও মান্যতা ও অমান্যতা ও ধন ও দারিদ্র্য ইত্যাদি অবশ্য হয় অতএব সাহস করাই কর্ত্তব্য নতবা মরণাদি অবশ্য হইবে ও দুঃখাদি ভোগ করিতে হইবে তাহা সাহস ব্যতিরেকে নিবারণ হয় বরং সাহসদ্বারা জ্ঞানাদি হইলে নিবৃত্তি হইতে পারে। আর যেমন উষ্ট্র মরুভূমিতে গ্রীষ্ম সময়ে পরিশ্রমহেতু উৎপন্না যে ক্ষুধা ও পিপাসা তাহাতে কাতর হয়েন না সেই প্রকার সাহস যুক্ত জনের পরিশ্রম ও আপদ বোধ হয় না। অপর সমুদ্রতীরস্থ পর্ব্বতকে অতিশয় জলবেগাদি দ্বারা টলাইতে পারেন না তাহার ন্যায় আপদ প্রভৃতি সাহসযুক্ত জনের কিছুই করিতে পারে না। এবং যেমত সাহসদ্বারা রণে জয় হয় এইরূপ সাহস হেতু সকল আপদহইতে মুক্ত হয় কিন্তু সাহসহীন জন সকল হইতে লজ্জা পায় এবং দুঃখ সময়ে অত্যন্ত কাতর আর লঘতা ও অপমান প্রাপ্তি আর অতি নীচেরো দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে হয়। এবং যেমত নল তৃণ অত্যল্প বায়ুদ্বারা আন্দোলিত হয় তাহার ন্যায় সাহস হীন জন আপদ ও দুঃখপ্রভৃতির লেশ মাত্রে কম্পিত হয়েন এবং তাহারচিত্তে অতিশয় চঞ্চলতা ও দুর্ঘটনা হয় অপর স্বীয়

বিষয়ে ও নৈরাস হয়। অতএব মনুষ্যদিগের উচিত যে বাল্যাবধি সাহস যুক্ত হয়েন তাহাতে অবশ্য মঙ্গল হয়।

ইহার উদাহরণ। শান্ত দান্ত সকল গুণ সম্পন্ন বিরাট রাজা ছিলেন তাহার প্রতাপ হেতু ভগদত্ত অতিশয় ভীত হইয়া কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে আশ্রয় করত স্থিতি করিতেন কিন্তু যৎকালীন ভীম কীচককে বধ করিলেন সেই সময়ে অতিতুচ্ছ ঐ ভগদত্ত দুর্য্যোধনের সাহায্যে সাহস করিয়া বিরাট রাজার উত্তর গোগ্রহে ঐ বিরাট তনয় উত্তরকে পরাভূত করিয়া গোধন লইয়াছিলেন দেখ বিরাট রাজা ও তত্তনয় উত্তরের প্রতাপে ভগদত্ত চিরকাল অতিশয় আর্ত্তছিলেন কিন্তু ঐ বিরাট ও উত্তরের তৎকালীন কীচকা ভাবে সাহস হীনহওয়াতে অনায়াসেগোধনগ্রহণ করিয়াছিল অতএব সাহস থাকিলে অতি নীচ কর্ত্তৃকো দুঃসাধ্য সাধন হয় বিশেষত বিদ্যা বিষয়ে সাহসের আবশ্যকতা হয়.নতুবা সমুদ্রসম শাস্ত্র সংদর্শনে ভীত হইলে কি প্রকারে বিদ্যা হইবে।

ভীরুতা বিষয়।

সর্ব্বদা ভয় যুক্ত যে জন তাহাকে ভীরু বলা যায় ভীরু ব্যক্তি যে স্থলে শঙ্কা এবং আপদ সম্ভাবনা নাই সেইস্থানে শঙ্কা ও আপদ উপস্থিতা করেন। এবং স্ববলে অল্প বল জ্ঞান ও অভয়ঙ্করে ভয়ঙ্কর জ্ঞান ইত্যাদি ভীরুজনের সর্ব্বদা হয়। ভীরুতা অত্যন্ত দোষ জনিকা যেহেতু

ভীরুব্যক্তি সমুদ্রপারে গিরিগহ্বরে কোটি২ সৈন্যে পরি বৃত থাকিলেও তাহার ভয় দূরেযায় না আর ভীরুতা দ্বারা রাজ্য নষ্ট ও ধন ক্ষয় ও মানহানি প্রভৃতি হয়। ভীরুপুরুষের রাজ্যাদি বৃদ্ধি পায় না আর খল কর্ত্তৃক পরাজিত হয়। আর তাঁহাকে রমণীগণ উপহাস করে অতএব সতত সর্ব্বত্র ভীত ও শত২ সন্দেহাক্রান্ত ও সর্ব্বদা শঙ্কাসমুদ্রে মগ্ন যে ভীরুজন তাহাকে জগৎকর্ত্তা যে স্ত্রীত্ব না দিয়া পুরুষত্ব দিয়াছেন ইহা উচিত হয় না। অপর ভীরু ব্যক্তি ধন ও বিদ্যা ও জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে পারেন না যেহেতু ভীরুর সকলকার্য্যে সতত ভয় হয় ভয় হইলে সকল কার্য্যের হানি হয় বিশেষত ধনোপার্জ্জনে অতি দুঃসাধ্য কর্ম্ম না করিলে কিরূপে ধন হইবে ধন কখন আপনি ব্যক্তিনিকটে আগমন করেন না আর অন্যকে আপদহইতে উদ্ধার না করিলে ধন প্রাপ্তি হয় না। এবং বিদ্যা ও জ্ঞান প্রাপ্তি বিষয়ে অনেক শ্রম ও সাহস না করিলে বিদ্যাদি হয় না। আর সাহস ব্যতিরেকে সুখ হয় না কারণ ভয় প্রযুক্ত যদি অন্তঃকরণ সর্ব্বদা অস্থির থাকে তবে সুখানুভব কি প্রকারে হইবে। অপর ভীরু ব্যক্তির স্ত্রী ও পুত্র ও পরিবার ও বন্ধু ও মিত্র প্রভৃতি নিরন্তর বহু ক্লেশ পায় যেহেতু কর্ত্তা তুচ্ছীভূত হইলে সকল লোকই অপমান ও তিরস্কার ও বল ও শৌর্য্য ও বীর্য্য প্রকাশ করে তাহা ভীরুর আত্মীয়বর্গকে সহ্য

করিতে হয় অতএব ভীরুতা যেমন ক্লেশপ্রদা এমত অন্য কিছুই নহে। অপর জ্ঞান কদাচ হইতে পারে না কারণ নির্জনস্থলে চিত্তস্থৈর্য্য পূর্ব্বক চিন্তা না করিলে কি প্রকারে জ্ঞান হইতে পারে অতএব সর্ব্বদা সকলে ভীরুতা পরিত্যাগ করহ। এবং ভীরু ব্যক্তিকে সকলেই হেয় জ্ঞান করে সকলজন কর্ত্তৃক হেয় যেজন তাহার জীবনে কি প্রয়োজন। এবং দুষ্প্রাপ্য মানব দেহ পাইয়া যদি ধন ও সুখ ও শৌর্য্য ও বিদ্যা ও জ্ঞানাদি না হইল তবে সেই দেহে কি হইবে বরং তদপেক্ষা পশু ও পক্ষি প্রভৃতি ভাল কারণ তাহারদিগের আহার নিদ্রাদি বিষয়ে সুখ আছে ভীরুর ভীরুতাহেতু স্বচ্ছন্দ নিদ্রা ও হয় না আর বৈষয়িক সুখের বিষয়ে কি কহিব। অপর কোন আশ্চর্য্য ব্যাপার উপস্থিত হইলে অতি মূঢ় ব্যক্তি ও তাহা দেখে কিন্তু ভীরুজন বিজ্ঞ হইলেও ভয় সম্ভাবনাহেতু সংদর্শন করিতেযোগ্যহয়েন না অতএব ভীরুতা অতি নিন্দনীয়া।

ইহার উদাহরণ। কর্ণাট দেশস্থ কর্ণপূর নামা এক রাজা ছিলেন তাঁহার পিতৃবিয়োগানন্তর রাজত্ব প্রাপ্তি হইলে পিতৃ অমাত্য সকল সহিত রাজ্য করেন কিন্তু স্বীয় সৈন্যের শিক্ষাসময়ে অস্ত্রশস্ত্র ও বাদ্য সংঘ শব্দ শ্রবণে ভীত হইয়া বিচার স্থান পরিত্যাগ করত ভয়জ্বরে কম্পান্বিত কলেবরহইয়া অন্তঃপুর প্রবেশ করিলেন ইহা দেখিয়া কর্ণপূরের পিতৃমন্ত্রিগণ তাহাকে অশ্রদ্ধা করিয়া স্বস্থানে

প্রস্থান করিল এবং কর্ণপূরের প্রভৃতি সকলেই অশঙ্কা করিতে লাগিল। অনন্তর ঐ কর্ণপূরের সতত ভয় হেতু রজনীযোগে নিদ্রাতে আর্ত্ত হইলে ও নিদ্রা হয় না এবং প্রায় কর্ণপূর বহির্নির্গত হয়েন না। পরে কতকগুলি দস্যু কর্ণপূরের ভীরুতা জানিয়া এক দিবস অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক কর্ণপূরকে ভয় প্রদর্শনকরাইলে কর্ণপূর আপনার রাজ্য পরিত্যাগ করত বনে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর ঐ দস্যুগণ ঐ দেশে রাজত্ব করিতে লাগিল। দেখ ভীরুতাতে কি প্রকার ক্লেশ হয় ইহা বিবেচনা না করিয়া যত্নপূর্ব্বক ভীরুতাকে পরিত্যাগ করহ।

মহেচ্ছ কথা।

উৎকৃষ্টা ইচ্ছা আছে যে জনের তাহার নাম মহেচ্ছ এই মহতী ইচ্ছা দ্বারা মনুষ্যদিগের মর্য্যাদা ও সুখ্যাতি ও উত্তম কার্য্যে প্রবৃত্তি ও শিল্প বিদ্যা ও গ্রন্থ কর্তৃত্ব ও সভ্যতা ও জ্ঞান প্রভৃতি জন্মে ইহার কারণ এক ব্যক্তি কর্তৃক রচিত গ্রন্থ ও শিল্পাদি সংদর্শনে অন্য ব্যক্তি মহতী ইচ্ছাহেতু তদপেক্ষা উত্তম গ্রন্থ রচনা ও শিল্পাদি করেন এবং সভ্যতা ও মর্য্যাদা ইত্যাদি হওনের চেষ্টা করেন বরং অন্যাপেক্ষা যে প্রকারে উত্তমতা হয় তাহাতেই যত্নযুক্ত হয়েন এবং যদি কেহ উত্তমপদ প্রাপ্ত হয়েন অন্যব্যক্তি মহতী ইচ্ছাহেতু তদপেক্ষা উত্তমপদ প্রাপ্ত্যর্থ বহুতর প্রয়াস পান আর যদ্যপি মহতী ইচ্ছা না

থাকিত তবে মনুষ্যদিগের কোন কার্য্যে প্রবৃত্তি হইতো না প্রবৃত্তি না হইলে বিদ্যাদি কিছুই হইতেপারে না তাহাতে জগৎ কর্ত্তা যে সকল উত্তম বিদ্যাদির উপায় দেহ সহ সৃজন করিয়াছেন সে সকলি বৃথা হয় অতএব মনুষ্যদিগের উচিত যে মহতী ইচ্ছাদ্বারা সকল কার্য সাধন করেন! অপর মহতী ইচ্ছা না থাকিলে ইহার বিপরীত সম্ভাবনা। আর দেখ মহতীইচ্ছা হেতু সর্ব্বকার্য্যে বহুতর চেষ্টা পায় তদ্দ্বারা অবশ্য সকল কার্য্য সিদ্ধ হয়। অতএব আবশ্যক কার্য্যে মহতী ইচ্ছা করিবে। আর দেখ মাকড়সা কীট মহতীইচ্ছা হেতু অতি মনোহর জাল নির্ম্মাণ করে আর বালুকা প্রভৃতি পক্ষিগণ অতি উত্তম বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতেছে অতএব মনুষ্য মহতী ইচ্ছায় কি করিতে পারেন না সকলি করিতে পারেন।

ইহার উদাহরণ। ত্রিকূট পর্ব্বত নিবাসি পদ্মনাভ নামক এক ব্যক্তি ছিলেন তিনি মহতীইচ্ছা হেতু শিল্প ও শাস্ত্র বিষয়ে অতিশয় পরিশ্রমপূর্ব্বক বিদ্যা করিয়া পূর্ব্ব২ গ্রন্থাপেক্ষা উত্তম২ ব্যাকরণ প্রভৃতি গ্রন্থরচনা ও নূতন২ চিত্র ও অন্য২ শিল্প করত পৃথিবীমণ্ডলে অত্যন্ত খ্যাত ও মান্য হইলেন এবং উত্তম জ্ঞানোপায় গ্রন্থরচনা করিতে লাগিলেন তাহাতে পদ্মনাভ স্বয়ং পরম জ্ঞান পাইলেন এবং ঐ গ্রন্থ অন্যদিগেরও জ্ঞান প্রাপ্তির উপায় হইল অপর কিয়দ্দিবসানন্তর তদ্দেশাধিপতি

এ বিশ্বপতি তাহার মৃত্যু হইলে প্রজাবর্গ বিবেচনা করি
লেন যে আমাদিগের দেশ ভূপতি শূন্য হইল ইহাকে
পরে রাজশাসনাভাবে অতিশয় দৌরাত্ম্য হইবার সম্ভা
বনা অতএব এক জনকে রাজত্ব অর্পণ কর্ত্তব্য কিন্তু
ইহার মধ্যে রাজ যোগ্য জন কেহ নাই কেবল ত্রিকূট
পর্ব্বতস্থলস্থিত ও বিজ্ঞ ও মান্য ও পরোপকারি পদ্মনাভ
নামক এক জন আছেন তিনিই রাজত্বকরণে সমর্থ অত
এব তাঁহাকেই রাজা করা কর্ত্তব্য এই পরামর্শপূর্ব্বক
প্রজা সকল পদ্মনাভকে তদ্দেশাধিপতি করিলেন অনন্তর
পদ্মনাভ রাজত্ব পাইয়া প্রজা প্রতিপালন ও উত্তম বিচার
করিতে লাগিলেন তাহাতে প্রজাগণ পূর্ব্বাপেক্ষা অতিশয়
সুখে বাস করিতে লাগিল। হে মনুষ্যগণ অতএব
তোমরা মহতী ইচ্ছা করণে চেষ্টা করহ যে তদ্দ্বারা প্রতি
ষ্ঠা সুখ্যাতি ও মান্যতা উত্তমং শিল্প ও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ
রচনা প্রভৃতি হইবে।

যথার্থ বিচার বিষয়ক।

ক্রোধ ও লোভ ইত্যাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক বিতর্কাদি
দ্বারা ন্যায়ানুযুক্ত যে কথনাদি তাহার নাম যথার্থ বিচার
যথার্থ বিচার দ্বারা সুখ্যাতি ও মান্যতা ও ধন বৃদ্ধি ও
পরোপকার ও পরম জ্ঞান ও সাধু প্রতিপালক প্রভৃতি
হয়। অতএব সদ্বিচার অবশ্য কর্ত্তব্য। আর যথার্থ
বিচারদ্বারা সকল কার্য্য সিদ্ধ হয় অপর অযথার্থ বিচার

না হয় তবে সর্ব্বলোকের পীড়া হয় পীড়া হইলে সকলে ক্রুদ্ধ হয় তাহাতে নানা অনিষ্ট হইতে পারে। দৃষ্ট হইতেছে যে রাজা যদি অসদ্বিচার করেন তবে প্রজা দের কি ক্লেশ তাহা বিবেচনা করহ আর দেখ অনুরোধে এক মুদ্রা মিথ্যা ব্যয় হয় তাহাতে সেই মনুষ্যের স্ত্রী ত্যক্তি কোতকাদে আর অসদ্বিচার হেতু এক জনের ন্যা য্যবিষয় বিনষ্ট হইলে যে সেই ব্যক্তির কত ক্লেশ তাহা কহিতে সমর্থ হইনা এবং সেই অসদ্বিচারি রাজা কে বিজ্ঞাবিজ্ঞ ও সদসৎ সকলেই নিন্দা করেন। আর প্রজা পীড়া হইলে রাজার অর্থ প্রাপ্তি হইতে পারে না তাহাতে রাজা স্বব্যয়ার্থ কাতর হয়েন কাতর হইলে লোকে সেই রাজাকে উৎকোচ গ্রাহক অসদ্বিচারক ইত্যা দি রূপে নিন্দা করেন। এবং সেই রাজার প্রজা সক লেই অশ্রদ্ধা করেন তাহাতে ক্রমে২ রাজার রাজ্য বিনাশ পায়। এবং কোন২ অসদ্বিচারির প্রাণ বিনাশও পায়। যেমত এক পর্ব্বতে সিংহ ও ব্যাঘ্র ও হস্তী ও ভল্লুক ও বানর ও মৃগ ও মহিষ ও ময়ূর এবং মনুষ্য প্রভৃতি সক লে থাকেন কিন্তু ইহার মধ্যে যদি কেহ কুবর্ত্মে গমন ক রেন তবে তাহার সেই ক্ষণেই প্রাণ বিয়োগ হয় তাহার ন্যায় অসদ্বিচারি হইলে সকল কুবর্ত্মে গমন করিতে হয় কুবর্ত্মগামি হইলে বহুতর ক্লেশ ভোগ করেন। আর যেমত সিংহ পশ্বাদিগের মধ্যে মান্য ও শ্রেষ্ঠ হইয়া

স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে সেইরূপ সদ্বিচারিবর্গও স্বচ্ছন্দে মান্য ও ধন্য ও বদান্য হইয়া সুখে স্থিতি করেন অতএব মনুষ্যদিগের উচিত যে সর্ব্ব কার্য্যে সর্ব্ব যত্নে সকলের প্রতি সদ্বিচার বর্ত্তব্য তাহাতে সকল লোকের উপকার ও স্বচ্ছন্দে বাস হয় এবং সদ্বিচার দ্বারা শিষ্ট ও দুষ্ট লোক জানা যায় তাহাতে শিষ্টের পরম সুখ ও দুষ্টের দমন হইতে পারে তাহা দেখ পিক ও পারাবত ও বক ও হংস ও ময়ূরওশারস প্রভৃতি পক্ষিগণ একত্র সঞ্চরণ করে কিন্তু তন্মধ্যে অতি দুষ্ট কাক আগমন করিলে তাহাকে ঐ পক্ষি সকল অনাদর করে আর অন্য অহিংসক পক্ষিকে আদর করে। অতএব তোমারা সদ্বিচারে প্রযত্ন করহ।

ইহার উদাহরণ। শ্যাম নগর নিবাসি শিবদাস নামক রাজা ছিলেন তিনি ক্রোধ ও লোভ ইত্যাদি রিপুকে জয় করতঃ অতিশয় মান্য হইয়া সতত সদ্বিচার ও প্রজা পালন করেন তাহাতে ঐ শিবদাস অতি সুখে কালযাপন করিতেন এবং প্রজারাও স্বচ্ছন্দে সুখসম্ভোগ করিত কিন্তু কিছুকাল পরে পিঙ্গল নামা একজন ঐ রাজার নিকটে সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় থাকিয়া উপাসনা ও কুলটা দ্বারা শিবদাসকে বশীভূত করিয়া তাহাকে কহিলেন যে মহারাজ তোমার এই সকল মন্ত্রি প্রভৃতি অতি কুৎসিত অতএব আমাকে নিযুক্ত করহ তাহাতে ঐ শিবদাস ঐ

পিঙ্গলকে প্রায় সকল রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া রাজা কুলটাতে মগ্ন হইলেন এবং যদ্যপি কোন দিবস বিচার করণে প্রবৃত্ত হয়েন তথাপি পিঙ্গলের মন্ত্রণায় অবিচারই প্রায় হয় এই প্রকারে ক্রমে২ অবিচার হেতু ঐ শিবদাসের প্রজাদিগের ধন ক্ষয় ও অন্য২ পীড়া হইতে লাগিল এবং শিবদাসের রাজ্যনাশ ও বুদ্ধিহ্রাস ও মানহানি ইত্যাদি হইতে লাগিল। অতএব সদ্বিচার অবশ্যই কর্ত্তব্য।

ধনোপার্জ্জনের উপায়।

গো ও মহিষ ও মনুষ্য ও ধান্য ও বস্ত্র ও সুবর্ণ ও মণি ও প্রবাল ও মুদ্রা ও জ্ঞান ইত্যাদি নানাপ্রকার পদার্থকে ধন বলা যায় এই ধন আপনার হয় ইহার কারণীভূত যে কর্ম্ম তাহার নাম ধনোপার্জ্জন এতদ্বিষয়ে উপায় মনুষ্যদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রথম উপায় সভ্যতা পূর্ব্বক চেষ্টা করণ দ্বিতীয় মনোযোগ পূর্ব্বক পরিশ্রমকরণ তৃতীয় যে২ কর্ম্ম কর্ত্তব্য হয় তাহা শ্রেণীপূর্ব্বক যাহার যে রীতি তদনুসারে করিবে আর যদি শ্রেণীপূর্ব্বক ও রীত্যনুসারে না করে কিংবা সম্যঙ্মনোযোগ না করে এবং এককার্য্যের শেষ না হইতে যদি অন্য কার্য্য করে তবে সেকার্য্য সিদ্ধ হয় না। অতএব শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে যে কর্ম্ম পূর্ব্বাহ্নে করিলে হয় এবং অপরাহ্নে করিলেও হয় সেই কর্ম্ম পূর্ব্বাহ্নেই করিবে অপরাহ্ন অপেক্ষা করিবে না আর যে২ কার্য্য অদ্য করিলে হয় পর দিনে করিলেও হয় সেই২

কার্য্য অবশ্যই কর্ত্তব্য পরিশ্রমাপেক্ষা কর্ত্তব্য। মনো
যোগ রাজগণ ভদ্রগণ সঞ্চয় হেতু চেষ্টা করিয়া ধন সঞ্চয়
করিতেছেন অপর মধুমক্ষিকা কতং দেশ ভ্রমণকরতঃ
স্বীয় শুণ্ড দ্বারা বনজ ও স্থলজ পুষ্পের মধু আনয়নপূর্ব্বক
সঞ্চয় করিতেছে আর ধীবরগণ শ্রেণীপূর্ব্বক রীত্যনুসারে
জালনিক্ষেপণদ্বারা বহু২ মৎস্যকে বদ্ধ করিতেছে অতএব
উক্ত উপায় ক্রম দ্বারা ধন সঞ্চয়ে সকলেই উদ্যোগী হও
আর ধনাকাঙ্ক্ষিত জন তুচ্ছ কর্ম্মেতে যত্ন অবশ্য করি
বেক কেননা তুচ্ছ কার্য্যদ্বারাও ধন সঞ্চয় হইতে পারে
এতদ্ভিন্ন ধনসঞ্চয়ের এক প্রধান উপায় নিরূপিত ও
অনুমত হইয়া বাণিজ্যরূপে ইহা লোকেও দৃষ্ট হইতেছে
অতএব বাণিজ্য সর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্র ধন প্রদান করেন।
অনুমানি বল যে যেজনের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও কার্য্যে তৎ
পরতা নাই তাহারো ধন হইতেছে এবং যে ব্যক্তি বুদ্ধি
মান ও বিদ্বান ও কার্য্যে তৎপর সে ব্যক্তিরো ধন হয় সা
ধন সত্য বটে কিন্তু যেমত বসনশক্তি বিহীন অতিদুঃখ
[illegible] প্রতিত হইয়া থাকে পশুপক্ষি প্রভৃতি
এ সকল [illegible] করিয়া তথাপ সর্ব্বশক্তিমান পালন
করিতেছেন সাহায্য হেতু ঐ সর্প সেই পশুপক্ষি আদি
[illegible] সেই প্রকার বুদ্ধিহীন ও কার্য্যে তৎপরহীন
[illegible] নিরূপিত আনুকূল্য হেতু ধন হয়।
[illegible] পরিবার জন্যে প্রতি তাহা

ল্য হেতু কদাচিৎ২ বহু যত্নেও মেঘ নিঃসৃত জল পায় না সেইরূপ বুদ্ধিমান অথচ কর্ম্ম তৎপর মনুষ্যের তাচ্ছল্যাদি রূপ কারণ বশত ধন হয় না। অতএব তোমরা উক্ত উপায়দ্বারা অলস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জনে যত্ন করহ। তাহাতে অবশ্য ধনোপার্জ্জন হইতে পারে শাস্ত্রেও কহিয়াছেন যে ধনদ্বারা মনুষ্যদিগের কোন আপদ্ থাকে না এবং মান্যতা হয় আর শত্রু ও মিত্রের ন্যায় আচরণ করেন আর সকলেই বশীভূত হয়েন আর ধনদ্বারা শোক ও মোহাদি হয় না এবং বুদ্ধির প্রখরতা ও জ্ঞান প্রাপ্তি হয় অতএব পরিশ্রম ও বাণিজ্য ইত্যাদি দ্বারা ধনোপার্জন করহ ধন ব্যতিরেকে সংসারিগণের সতত ক্লেশ ও মনস্তাপ প্রভৃতি হয়।

ইহার উদাহরণ। কৌশিকী নদীতীরে যোগীন্দ্র নামা এক বৈশ্য ছিলেন তাহার সকল কার্য্যে সদা তাচ্ছল্য ছিল কিন্তু তাঁহার কিঞ্চিৎ পৈতৃক অর্থ ছিল তাহার দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করিতেন কিয়দ্দিবসানন্তর ঐ পৈতৃক ধন ক্ষয় পাইলে ঐ যোগীন্দ্র ও তৎপরিবারের অতিশয় ক্লেশ হইতে লাগিল তাহাতে তৎপরিবার ও তদাত্মীয়গণ যোগীন্দ্রকে বহু তিরস্কার করেন তৎপ্রযুক্ত যোগীন্দ্র অত্যন্ত বিবেকী হইয়া বিদ্যাবিষয়ে বহুতর পরিশ্রম ও তন্নগরাধিপতি সমীপে গমনাগমন করণে প্রবৃত্ত হইলেন কিছুকাল পরে নানা শিল্প ও শাস্ত্রাদিতে নিপুণ

হইলে রাজার ও অন্যান্য লোকের সমীপে যোগীন্দ্র মান্য হইলেন এবং মান্যতাপ্রযুক্ত অনেকে কিছু২ অর্থ প্রদান করিতে লাগিলেন কিন্তু সেই দিনাক্ষে ও যোগীন্দ্রের পরিবারের প্রতিপালন হয় না। অনন্তর যোগীন্দ্র বিবেচনাপূর্ব্বক অলস পরিত্যাগ করিয়া আত্মীয় পরিশ্রম করত নানা দ্রব্যের ব্যবসায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে তাহাতে বহুলভ্য হওয়াতে অল্প দিন মধ্যে যোগীন্দ্র অতি ধনী হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। অতএব অলস ত্যাগ করিয়া পরিশ্রম ও চেষ্টা ও ব্যবসায় করহ শীঘ্র ধন হইবে।

ধনি কথা।

বিশেষ২ উপার্জ্জন হেতু ধনী নানাপ্রকার হয় তাহার মধ্যে উপার্জ্জনরূপ কারণ আর উপকারাদি করণরূপ কার্য্য ইহার ভেদে ধনি উত্তম ও মধ্যম ও অধম এই তিন প্রকার হয়েন। ইহার মধ্যে যে জন শিল্প ও বিদ্যা ইত্যাদি দ্বারা পরাধীনতা রহিত হইয়া ধনোপার্জ্জন করিয়া দরিদ্র ও দুঃখিত ও অনাথ প্রভৃতিকে আদরপূর্ব্বক অন্ন ও বস্ত্রদান প্রদান করত তাহারদিগের প্রতি দয়া দৃষ্টি ও নিজ অহঙ্কারাদি রহিত হইয়া যেরূপ পারিবেক প্রকারে কেবল পরার্থ করেন সেই ব্যক্তিই উত্তম ধনী হইবেন। অতএব যে জন কৃষি ও বাণিজ্য প্রভৃতি দ্বারা ধনোপার্জ্জন করেন এবং লৌকিক কার্য্যে ব্যয় করেন সেই

ব্যক্তি মধ্যম ধনী আর যে জন পরের অনিষ্ট করেন না কস্তু নিন্দনীয় কার্য্যদ্বারা ধনোপার্জন করত অহংকার পূর্ব্বক খেলাদি অসৎ কর্ম্মে ব্যয় করেন সেই ব্যক্তি আর পরের অনিষ্টজনক চৌর্য্যাদিদ্বারা যে জন ধনোপা র্জন কারি সেইজন আর কৃপণ ইহারা অধম ধনী হয়েন। কিন্তু সংসারি জনগণের বহু যত্নে ধনহয় এবং সেই ধনকে প্রাণ হইতে ও শ্রেষ্ঠ করিয়া সকলে মানেন অতএব ধনিদিগের উচিত যে অহংরহিত হইয়া সদ্বিবেচনা পূর্ব্বক ঐ ধনদ্বারা সতত সৎকর্ম্ম করেন এবং সর্ব্বদা পরোপকার আর দীন ও অনাথ প্রভৃতির প্রতি দয়া কর্ত্তব্য। আর আতুর ও খঞ্জ ও অন্ধাদিকে অন্বেষণ পূর্ব্বক অন্ন বস্ত্রাদি প্রদান কর্ত্তব্য। অপর গুণিগণকে আশ্রয় প্রদান ও বিদ্যার্থিগণের প্রতি যত্নপূর্ব্বক অর্থ ব্যয় কর্ত্তব্য কেননা এতদ্বিষয়ে ব্যয় করিলে অনেক মনুষ্যের বিদ্যাভ্যাস করণে আহ্লাদ হইবে এবং যাহারা আহারা ভাবে বিদ্যাভ্যাস করিতে পারিতেন না তাহারা অত্যন্ত উৎসাহ যুক্ত হইয়া বিদ্যা উপার্জন করিবেন তাহাতে বহু লোকের উপকার হইবে আর অনেকের মূর্খতা দূর হয় ইহাতে ধনি ব্যক্তির সতত আহ্লাদ ও সুখ জন্মে আর সকল দেশে সকল লোকে সেই ধনির কীর্ত্তি সংকীর্ত্তন করেন আর সর্ব্বত্র তাহার মান্যতা হয়। এবং ধনি গণের এই কর্ত্তব্য যে যদ্দ্বারা চিরকাল কীর্ত্তি থাকে যে

হেতু ধন চিরকাল থাকেনা কেবল কীর্ত্তি চির স্থায়িনী হয়েন ইহা লোকে ও দৃষ্ট হইতেছে যে এই পৃথিবীতে অতি ধনাঢ্য বহু২ মনুষ্য ছিলেন এবং এক্ষণে আছেন কিন্তু যাহারা সৎকার্য্য ও উত্তমা কীর্ত্তি করিয়াছেন এবং করিয়াথাকেন তাহারদিগের যশঃকীর্ত্তন অদ্যাপি সকল লোকে করিতেছেন আর যে ব্যক্তির দীন অনাথগণের প্রতি দয়া নাই এবং বিদ্বান ও গুণিগণে অনাদর ও অর্থ ব্যয় ভয়ে বিদ্যার্থিগণের প্রতি অনামোদ হয় আর চির স্থায়িনী কীর্ত্তি নাই সেই ব্যক্তির মাতার গর্ভধারণ পোষণাদি জন্য ক্লেশ এবং তৎপিতার ও তৎপরিপালনার্থ কষ্ট এবং তাহারো গর্ভ যন্ত্রণা মাত্র হয় আর সেই ব্যক্তির জননে কি ফল কিছুই প্রয়োজন নাই। দেখ মন্দু নামা কত হ্রদ হেতু পৃথিবী মধ্যে যাবন্নদী আছেন সেই সকল নদীর আধিপত্য পাইয়াছেন এবং হিমালয় নামা ধর [illegible] পর্ব্বতগণের রাজা হইয়াছেন। আর পৃথিবী [illegible] নামা বসুন্ধারা পরের উপকার করিয়া শ্রেষ্ঠা হইয়াছেন অতএব তোমরা যত্ন করহ যে তদ্দ্বারা না [illegible] সুখ ও পরমজ্ঞান পাইবে।

দাতৃত্ব বিষয়ক।

প্রত্যুপকার হইবে এমত উদ্দেশ্য না করিয়া দয়া স্নেহ [illegible] দুঃখাদি কারণ যে ব্যক্তি অর্থ ব্যয় করেন তাঁহার নাম দাতা এই দাতার যে প্রকার কামনা

নাম দাতৃত্ব। পৃথিবী মণ্ডলে যাবৎকার্য্য আছে তাহার মধ্যে দান প্রধান কর্ম্ম দাতৃত্ব ভিন্ন কিছুই উত্তম নাই। এবং পৃথিবীতে জন্মিয়া যে জন দীন ও অনাথদিগের প্রতি দয়া করেন না আর ইহারদিগের ও অন্যান্যের উপকার ও ক্লেশ শান্ত্যর্থ চেষ্টা যদি না করেন তবে তাঁহার সেই ধনে কি প্রয়োজন এবং তাঁহার জীবনেইবা কি ফল। অতএব দাতৃত্ব সকল হইতে উত্তম আর দাতৃত্ব হেতু দরিদ্রপ্রভৃতি বহু২লোক আহারেতে জীবনপায় এবং দীন ভিন্ন ও বহু মনুষ্য আপদ্‌হইতে মুক্তহয়েন তাহাদের স্বচ্ছন্দ হইলে দাতার যে কি সুখোদয় হয় তাহা বর্ণনা করা যায় না। এবং দান শীল মনুষ্য অতিশয় মান্য হয়েন মান্যতা হেতু পরম সুখ পান। দাতারূপ যে নদী তাহার দানরূপ জল তাহাতে করুণা কার শ্রোত আছে এই শ্রোতদ্বারা পৃথিবীস্থ সকলের উপকার হয় এবং ঐ শ্রোত হেতু ঐ দাতারূপ নদী তীরে এক দাতৃত্ব রূপবীজ সংস্থাপিত হইয়া তাহাতে ভদ্রতাস্বরূপ বৃক্ষ হয় এইবৃক্ষক্রমশপ্রবৃদ্ধ হইলে তাহাতে পরোপকারিত্বস্বরূপ এক ফল জন্মে ঐ ফলদ্বারা পৃথিবীর সকলেরি উপকার হয়। আর যেমত পদ্মাদি পুষ্পের স্বভাবতঃসৌকুমার্য্য মাধুর্য্য গন্ধ প্রকাশ পায় তাহার ন্যায় দানশীল ব্যক্তির চিত্তে উত্তম২ কর্ম্ম উদয় হয়। আর দাতার চিত্তে কখন উদ্বেগ জন্মে না এবং সতত সুখ ও পর সুখ সংদর্শনে

পরমাহ্লাদ জন্মে। আর অন্যের নিন্দা করা দূরে থাকুক অন্যের নিন্দা শ্রবণ ও করেন না এবং পর পীড়ায় পীড়িত হইয়া তাঁহারদিগের সেই পীড়া শান্তির নিমিত্ত সর্ব্বদা চেষ্টা পায়েন। অপর সকল ব্যক্তির সুখ বৃদ্ধির এমত চেষ্টায় সর্ব্বদা থাকেন পরে কোন জনের প্রতি দাতা ব্যক্তি কটুবাক্য ও ভর্ৎসনা ও দ্বেষ ও হিংসা করেন না। এবং ঐ দাতার প্রতি যদি কেহ দৌরাত্ম্য করেন তবে দাতা তাঁহার দোষ মার্জ্জনা করেন আর প্রতি হিংসাকে চিত্তে স্থান প্রদান করেন না আর দান শীল সমীপে শত্রু ও মিত্র ও অন্য কেহ শোক ও দুঃখাদি পায় দাতা তাঁহারো শোক দুঃখ প্রভৃতিরনিবারণার্থ যত্নপূর্ব্বক চেষ্টা করেন তাহাতে যদি সেই দুঃখাদি নিবারণ হয় তবে দান শীল ব্যক্তি অতিশয় আহ্লাদিত হয়েন। এবং দান শীলজনের সতত আহ্লাদ ও সুখ হয় কদাচিদ্দুঃখ হইতে পারে না। অতএব তোমরা দানশীল হইবে তাহাতে সতত সুখ পাইবে এবং পৃথিবী মধ্যে কেহ শত্রু থাকিবে না সকলেই মিত্র হইবে দেখ দাতৃত্ব গুণ অন্য এমত শ্রেষ্ঠ কি আছে।

পরোপকার বিষয়ক।

আপনার উপকারে উদ্দেশ থাকুক কিম্বা না থাকুক পরের উদ্দেশে যে শারীরিক আর মানসিক উপকার তাহার নাম পরোপকার কিন্তু যাহাতে আপনার উ

পকারা উদ্দেশ না করিয়া যে জন পরের উপকার করেন সে ব্যক্তি অতিশয় প্রশংসনীয় হন পরোপকারদ্বারা শত্রু মিত্র সকলেই বশীভূত হয়েন এবং মান ও সুখ প্রভৃতি প্রাপ্তি হয় মনুষ্যদিগের সর্ব্বদা পরোপকার করা অতি কর্ত্তব্য সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বদেশে এবং সকল জাতীয়দিগের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিতা আছে যে পরোপকারের পর ধর্ম্ম নাই অতএব উচিত যে পরস্পর মনুষ্যরা কথা কিম্বা অর্থ কিম্বা কায়িক শ্রম অথবা বুদ্ধি সৎপরামর্শ প্রভৃতি দ্বারা সাহায্য করেন। দেখপরমেশ্বর জীব প্রভৃতি সৃজন করিয়াছেন কিন্তু অন্য২ দ্বারা মনুষ্যদিগের উপকার হয় তাহার উদাহরণ ধেনু আপন বৎসস্বরূপ জ্ঞান করিয়া দুগ্ধ প্রদান দ্বারা পরোপকার করেন এবং ঐ দুগ্ধেতে মনুষ্যের নানাবিধ হিত জনক কার্য্য জীবন ধারণ হইতেছে এবং বৃষগণ মনুষ্যের হিতার্থ কর্ষণাদি করিয়া শস্য জন্মাইতেছেন. অশ্ব আপন পৃষ্ঠে করিয়া মনুষ্যদিগকে বহন করিতেছেন এবং ক্ষুদ্র কীট দ্বারা মনুষ্যের মহোপকার হইতেছে তাহা দেখ মধু মক্ষিকা মধু সঞ্চয় করিয়া কত উপকার করিতেছেন এবং গুটি পোকা পট্ট সূত্র নির্ম্মাণপূর্ব্বক আপন শরীরকে বদ্ধ রাখিয়া প্রাণত্যাগ যে ক্লেশ তাহাও স্বীকার করিয়া মনুষ্যদিগের ঐ সুত্রদ্বারা নানা প্রকারে উপকার করিতেছেন মেষ আপন শরীরস্থ লোমদ্বারা

মনুষ্যদিগের খাদ্য বস্ত্র প্রভৃতি জন্মাইয়া কত উপকার করিতেছেন জগৎ কর্ত্তা যে পরমানন্দময় পরমেশ্বর তিনি এই জন্তু ও কীট দ্বারা মনুষ্যদিগের উপকার করিতেছেন কারণ এই সকল সন্দর্শনে মনুষ্যেরা পরের উপকার করিবেন। আর জল অগ্নি বায়ু ও তেজ এবং বৃক্ষ ও মৃত্তিকা এবং নানা প্রকার দ্রব্য স্বর্ণ ও রৌপ্য ও লৌহ প্রভৃতি দ্বারা কত উপকার হইতেছে ঐ জল অগ্নি বায়ু ইত্যাদি যদি না থাকিত তবে মনুষ্যদিগের জীবন ধারণ করা কিরূপে হইত মনুষ্যদিগের হিতার্থ শস্য জন্মাইবার জন্য বৃষ্টি ও রৌদ্র ও দয্যাদিকরণ ইত্যাদি করিয়াছেন এবং বিজ্ঞ যে নানাগ্রন্থ করিয়াছেন তাহা কেবল সর্ব্ব সাধারণের হিতার্থ কেননা এ সকল গ্রন্থ সংদর্শনে সকলের প্রায় তত্ত্ব জ্ঞান উদয় আর ও মূর্খতা দূর হয়। জোহন হাউয়ার্ড নামক এক ব্যক্তি যখন পরহিতার্থ অনেকালের বন্দীস্থানে গমন এবং বহুদূরে ভ্রমণ আর যে স্থানে গমন করিতে এবং যে কর্ম্ম করিতে প্রতিজ্ঞাপন হইত তাহাও স্বীকার করিয়াছিলেন নানা প্রকার পরের উপকার করণ রোগিদিগের ঔষধ দানদ্বারা আরোগ্য করণ এবং দরিদ্রদিগকে অন্ন বস্ত্রদান এবং বিদ্যা দান এই সকল [illegible] দিগের উপকার করা উচিত। অতএব এমন যে উত্তম পরোপকার তাহা করিতে সকলে যত্ন করহ তাহাতে মনুষ্য জন্ম সাফল্য হইবে।

কৃপণতা বিষয়ক।

ধন বিদ্যমানে যে জন ধন ভোগ ও ব্যয় করিতে সমর্থ হয়েন না তাঁহাকে কৃপণ বলা যায় ইহাঁর যে ধর্ম্ম তাহার নাম কৃপণতা। যেমত ক্লীবব্যক্তি রজনীযোগে উত্তম কামিনী পাইলে সেই কামিনী ভোগ করিতে পারেন না এবং কোনব্যক্তিকে ঐ কামিনী দান করিতেও পারেন না কেবল কামিনীগাত্র হস্তদ্বারা স্পর্শমাত্র করেন সেই প্রকার কৃপণ ব্যক্তি ধন দান ও ব্যয় করণে সমর্থ হন না কেবল স্থানান্তরে সংস্থাপন হেতু হস্ত সংযোগমাত্র হয়। এবং কৃপণব্যক্তির নাম কেহ কদাচ স্মরণ করেন না ও কহেন না যেহেতু লোকে দৃষ্ট হইতেছে যে কৃপণহইতে কোন উপকার হয় না এবং কৃপণের সহিত সাধলোকেরা আলাপও করেননা আর তাহার কোন জনের সহিত সংপ্রীতি থাকেনা। যেমত পক্ষিগণ বাসস্থানে স্বীয় শাবককে রাখিয়া আহারার্থ অন্যত্র গমন করিয়াও সর্ব্বদা শাবক নিমিত্ত উদ্বিগ্ন থাকে তাহার ন্যায় কৃপণের ধন রক্ষার্থ সর্ব্বদা উদ্বেগ জন্মে। আর ধন ব্যয় হইবে এই ভয় হেতু কৃপণব্যক্তির স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি স্নেহ থাকেনা দেখ স্ত্রী পুত্রাদির আহারাভাবে প্রাণ পরিত্যাগ হইলেও কৃপণ ধন ব্যয় করিতে সমর্থ হয়েন না। আরো দেখ কর নিমিত্ত রাজা যদি কৃপণকে বহু ক্লেশ দেন ও রাজ দণ্ড হেতু তাঁহার যদি প্রাণ পরিত্যাগ হয় ও চিরকাল কারা

পায়ে বদ্ধ থাকেন তথাপি রাজাকে করাদি দেন না যেমন সর্প বিশেষ প্রাণ পরিত্যাগ স্বীকার করে তথাপি মণি দিতে পারে না যদি কেহ কোন উপায় দ্বারা ঐ মণি গ্রহণ করিতে পারেন তবে সেই সর্প মণি শোকে প্রাণ ত্যাগ করে সেই প্রকার কৃপণেরো জানিবে। অপর কৃপণব্যয় কুণ্ঠ এই হেতু প্রায় সকলের সহিত শত্রুতা জন্মে আর কৃপণের ধনাশা ক্রমশঃ প্রবৃদ্ধা হয় তাহাতে ধনোপার্জন করিয়া তৃপ্ত কদাচ হন না বরং সেই আশা হেতু মনঃক্ষোভ ও নানাপীড়া জন্মে শাস্ত্রেও কহিয়াছেন যে আশা পরম দুঃখের কারণ আর নিরাশা পরম সুখ প্রদা অতএব দাতা মনুষ্যের নৈরাশ্য হেতু সর্ব্বদা সুখ সম্ভোগ হইতেছে। আর কৃপণব্যক্তি আহারাভাবে আপনার প্রাণ পরিত্যাগ হইলেও ধন ব্যয়ে আহার করণে সমর্থ হয়েন না। এবং তাঁহারা সর্ব্বদা দেখিতে পাইতেছেন যে উন্দুরগণ বহু আয়াস পূর্ব্বক শস্য সংযুক্ত ক্ষেত্রে গর্ত্ত করিয়া সেই ছিদ্র মধ্যে ধান্যাদি সঞ্চয় করে ভক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না কিন্তু উঞ্ছবৃত্তি রত মনুষ্যেরা সেই গর্ত্ত খনন পূর্ব্বক সেই ধান্যাদি গ্রহণ করেন তথাপি কৃপণদিগের বোধ হয় না যে পরিবারকে ক্লেশ ও আপনার দুঃখ স্বীকার করত দীন হীন দিগকে বঞ্চিয়া সঞ্চয় করেন পরে সেই ধন কে ভোগ করিবে তাহা চিত্তেও একবার উদয় হয় না শাস্ত্রেও কহিয়াছেন যে কৃপণের ধনে অগ্নি

ও তস্কর ও দস্যু প্রভৃতির অধিকার হয় অর্থাৎ কৃপণ ধন দান ও ভোগ করিতে পারে না অতএব কার্পণ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক দীনও অনাথ দিগকে অন্ন বস্ত্রাদি প্রদান করহ ও আপনিও ভোগ করহ।

'প্রতিজ্ঞা রক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য।

আমি এই কর্ম্ম করিব এই প্রকার যে কথন তাহার নাম প্রতিজ্ঞা বিজ্ঞদিগের উচিত হয় পূর্ব্বে বিবেচনা করেন যে এই কার্য্য সুসাধ্য কি দুঃসাধ্য এবং এই কার্য্য করণে আমার ক্ষমতা আছে কি না অনন্তর যদি যোগ্য হয়েন তবে প্রতিজ্ঞা করা কর্ত্তব্য কারণ প্রতিজ্ঞা করিয়া যদি প্রতিজ্ঞাত কার্য্যে অসমর্থ হয়েন তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ জন্য নিন্দা ও মিথ্যাবাক্য হয় তাহাতে বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ জন সমীপে তুচ্ছতা প্রাপ্ত হয়েন। আর কোনজনের অনুরোধ কিংবা লজ্জা প্রযুক্ত যে প্রতিজ্ঞা করা সে অতি অজ্ঞের কর্ম্ম যেহেতু প্রতিজ্ঞা কোন কারণ বশত ভগ্না হইলে সুতরাং সে অনুরোধ ব্যর্থ আর লজ্জাও দ্বিগুণা হয় আরো তদ্ভিন্ন বাক্যের মিথ্যাত্ব ও প্রতিজ্ঞাভঙ্গ জন্য দোষ ও সকল সমীপে তুচ্ছতা হয় অতএব তদপেক্ষা প্রতিজ্ঞার পূর্ব্বে লজ্জা ভয় ও অনুরোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা না করাই উত্তম। অপর কুৎসিত অজ্ঞ জনগণ অনায়াসে শীঘ্র প্রতিজ্ঞা করেন কিন্তু পরক্ষণে তাহা আর চিত্তে উদয় পায়না যেমত অতিশয় প্র-

সকলের বাবু কিছু আইলে কিন্তু পরামর্শে যে দুঃখ হয় তা-
হার ন্যায় জানিবে আর তাহারা প্রতিজ্ঞাভঙ্গ যে সে।
নিন্দা ও তুচ্ছতা ও অবিশ্বাস ইত্যাদি কর তাহা অন্তঃ
করণে স্থানদান ও করেন না। আর বিজ্ঞ মনুষ্যগণ অ-
নেক বিবেচনা পূর্ব্বক বহু বিলম্বে যে কার্য্য অতি আবশ্য
ও যাহাতে ক্ষমতা আছে এমত কার্য্যে নিয়ম ও প্রতিজ্ঞা
করেন আর সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ প্রাণ দান করিয়াও
কার্য্য সাধন করেন। অতএব তোমরা বিবেচনা পূর্ব্বক
প্রতিজ্ঞা ও নিয়ম করিবে যাহাতে প্রতিজ্ঞা ও নিয়ম রক্ষা
পায় কেননা যদ্যপি রক্ষা না হয় তবে লোকে নিন্দা ও
তাচ্ছল্য তুচ্ছতা ও অবিশ্বাস করেন।

সুখ বিষয়ক।

দুঃখ নিবৃত্তির নাম সুখ কেহ২ বলেন যে দুঃখাতিরে-
কের নাম সুখ এই সুখ বিষয় ভেদে নানাপ্রকার হয় কেহ
বলেন সুখভোগ জীবাত্মা করেন কেহ বলেন মনঃ সাক্ষী
করেন কিন্তু উভয় মতেই সুখভোগ মনঃ ব্যতিরেকে হয়
না লোকেও দৃষ্ট হইতেছে যে যদি কোন জন কোন
বিষয়ে চিত্তকে নিবিষ্ট করেন তবে সে সময়ে দুঃখ শব্দ
দুই কর্ণের কোন বিষয় উপস্থিত হইলে তাঁহার তাহাতে
দুঃখ কিম্বা সুখ বোধ হয় না। অতএব চিত্তের সন্তোষ
জনক যে সৎকর্ম্ম তাহাই কর্ত্তব্য আর কদাচারীর স-
ঙ্গে সখ্য করা না যেহেতু দুঃসংসর্গে সকল আত্মিক

দুঃখ জন্মে। দেখ চৌর্য্যে প্রথম নানাপ্রকার ক্লেশ পরে ও রাজদণ্ডাদি দ্বারা অত্যন্ত পীড়া হয় তথাপি যে অসৎ কার্য্যে সুখ জ্ঞান করে সে ব্যক্তি অতি মূঢ় তদপেক্ষা পশু ও পক্ষি প্রভৃতি ভাল কারণ তাহারদিগের আহার নিদ্রাদি বিষয়ে সুখ দুঃখ বোধ আছে অতএব যাহার যে প্রকার বিষয় ও ধন আছে তাহাতে সদা সন্তোষচিত্ত এবং তদ্দ্বারা সৎকার্য্য ও পরোপকার ইত্যাদি করহ যে তাহাতে সুখী হইবে। আর অধিক ধনাকাঙ্ক্ষা ও অধিক বিষয়ে আনুরক্তি কর্ত্তব্য নহে যেহেতু তাহাতে অধিক ক্লেশ কিন্তু অত্যল্প সুখ জন্মে। দেখ সামান্য মনুষ্য অধিক ধনার্জন্য ও অপরিমিত ব্যয়িরা বহুব্যয়হেতু ও কৃপণগণ ধন ব্যয় হইবে এই ভয় আর অধিক ধনাশা প্রযুক্ত সদা অসুখী হয়েন কিন্তু যাহারা ধন উত্তমরূপে ব্যবহার করেন ও সৎকার্য্যে ব্যয় করেন তাহারাই সুখী জানিবেন। এবং ধনির মধ্যে সদ্বৃত্ত মনুষ্য অত্যল্প আছেন। অতএব অধিক ধনাকাঙ্ক্ষা ও বৃথা অপরিমিত ব্যয় ও কার্পণ্য ও অহঙ্কার ও লোভ ইত্যাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে সৎকার্য্যে রত হইলে অবশ্য সুখ হইবে। দেখ এই পৃথিবীতে কেবল দয়ালু দানশীল সদ্ব্যয়ি অহঙ্কারাদি রহিত এবং সমদর্শি পরোপকারি অথচ জ্ঞানি যে মনুষ্য সেই সুখী তদ্ভিন্ন কেহ যথার্থ সুখী হয়েন না। যেহেতু প্রচুর ঐশ্বর্য্য ও অন্যান্য সুখজনক বিষয় যাহার আছে তা

হায় কি কদাচিন্নির্ঘটিত হয় না অর্থাৎ হয় যে [illegible] ভূপতির অনেক ঐশ্বর্য্য আছে ও নানাসুখের সামগ্রী ও বিলাসাদি তথাপি ঐ ভূপতি পুত্র পৌত্র ও বিষয়চিন্তা ও বিষয় রক্ষা ও শত্রুভয় ইত্যাদি দ্বারা সদা অসুখী হইতেছেন অত এব অহে মনুষ্যগণ তোমরা সতত সন্তোষবিশিষ্ট ও [illegible] ও নিরাকাঙ্ক্ষ হও তাহাতে সুখী হইবে।

লোভ বিষয়ক কথা।

লোভ রিপু অতিকুৎসিত লোভদ্বারা তুচ্ছতা ও মান হানি ও বুদ্ধিনাশ ও [illegible] নাশ ইত্যাদি হয়। অতএব কোন বিষয়ে লোভ কর্ত্তব্য নহে যেমত [illegible] যে অতিশয় স্পৃহাহেতু সমস্ত গুণ নষ্ট হয় সেইরূপ সকল বিষয়েই লোভ করিলে সকল গুণ নাশ পায়। যাহার লোভহেতু মিত্র সুহৃৎ শত্রু তাহয় ও পুত্র ও অন্যাকে নিষ্কুর করে এবং ধন থাকিতেও পিতামাতা পরিবারকে অন্ন [illegible] দেয় না। আর লোভ [illegible] জন্য দস্যুপতি করে পরের ধন স্পৃহা করে সেইহেতু চৌর্য্য প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম করে [illegible] অতিশয় ক্লেশ [illegible] হেতু [illegible] পতিত হইলে ভূপতের [illegible] ও [illegible] ও প্রাণবিয়োগ হয় অতএব লোভকে [illegible] [illegible] করিয়াছেন [illegible] কি [illegible] বিপদ শাস্তি অতিশয় বদ্ধ হয়। যাহার লোভ [illegible] ও প্রবঞ্চনায় প্রবৃত্ত করান ও সকললোকে [illegible]

কে নিন্দা ও অবিশ্বাস করেন। দৃষ্টও হইতেছে যে লো ভীরা কুকর্ম্মাচরণ হেতু কিকি ক্লেশ নাপাইতেছেন সকল ক্লেশই পাইতেছেন। আর পরের ধনও অন্য২বস্তু সন্দর্শনে লোভির যদি সেই ধনাদি প্রাপ্তি নাহয় তবে তাহার তন্নিমিত্ত অতিশয় ক্ষোভ জন্মে। অপর লোভির চিত্তে সতত দুঃখহয়। অতএব এমত কুৎসিত লোভকে পরিত্যাগ করহ তাহাতে সদাসুখী হইবে।

মাধুর্য্য বিষয়ক।

মাধুর্য্য অর্থাৎ মধুরতা ইহা আহার বিষয়ে সম্ভব হয় কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে মাধুর্য্য শব্দে মধ্যম আচরণ। মনুষ্যদিগের উচিত যে সকল বিষয় মাধুর্য্য করেন। আচরণ বিষয়ে অপরিমিত ব্যবহার করিলে তাঁহাকে স্বেচ্ছাচারী বলা যায় যদি কিছুই ব্যবহার না করেন তবে তাঁহাকে লোক পাষণ্ড বলেন। খাদ্য বিষয়ে যদি অতিশয় ভোজন করে তবে তাঁহাকে উদরম্ভরি ও দরিদ্র ইত্যাদি কহেন ও তাহার শারীরিক পীড়াও জন্মে আর উপবাস করিলেও পীড়া ও কৃপণতাদিরূপ নিন্দা হয়। সাহস বিষয়ে অতিশয় সাহসদ্বারা পরের অনিষ্ট জন্মে এবং সাহসহীনে তুচ্ছতা ও ধননাশ প্রভৃতি হয়। দান বিষয়ে অপরিমিত দানে নিন্দা ও সর্ব্বস্ব নাশ আর দান হীনে কার্পণ্য এই প্রকার ভীরুতা ও কৃপণতাদি বিষয়েও জানিবে এই সকল বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়ে মধ্যমতা ভাল

আহার যত উপায় আছে তাহার মধ্যে মাধ্যস্থ্য অতি উত্তম উপায় মাধ্যস্থ্য দ্বারা একেবারে বিষয়ান্তর করিলে পরমসুখ জন্মাইতে পারে অতএব মাধ্যস্থ্য সর্ব্ব প্রকার কর্ত্তব্য কিন্তু সকল বিষয়েই অনায়াসে আত্যন্তিক করা আর মাধ্যস্থ্য অনেক যত্নে সাধ্য হয়। কেহ আহার অনায়াসে বৃদ্ধি করা যায় এবং পরিত্যাগও হয়। আর অভ্যাস না হলে হটাৎ চাপল্য জন্মে এবং সাহস পরিত্যাগের হয়। অপার ধন বয়য়ে [illegible] দাতৃস্বরূপ কপ [illegible] রক্ষিত হইলে কার্পণ্য জন্মে আত্যন্তিক কি [illegible] উত্তম তাহাকে সুখ ও স্বচ্ছন্দে থাকেন আর আত্যন্তিক হইলে [illegible] ও মূল হানি ও নানা দুঃখ হইতে পারে। এবং যেমত অনাবৃক শিলাদের স্থানে যদি অল্প জল থাকে তবে সেই স্থানে নৌকা বহুলপার্শ্ব দূর পরিত্যাগ করিয়া মধ্যস্থানে চলে তাহার ন্যায় সকল বিষয়ে আত্যন্তিক ও তদ্বিষয় রহিত [illegible] কদাচ কেহ করেন। কেহ প্রাচীন জ্ঞানি ও রাজাদিগের জীবন সংদর্শনে জানা যায় যে প্রাচীন জ্ঞানিরা মাধ্যস্থ্যাচরণ দ্বারা দীর্ঘজীবী [illegible] রাজারা তেজ ও ঐশ্বর্য্য রক্ষিতে শক্ত অত্যন্ত হইলেন। এবং শাস্ত্র সকল আত্যন্তিককে নিন্দা করিয়া [illegible] করিয়াছেন আরো কেহ [illegible] প্রকৃতি যদি অতিশয় বৃদ্ধ কিম্বা অতি দুর্ব্বল হয় তবে সেই

লতা ও বৃক্ষাদির ফলজন্মেনা যদ্যপি জন্মে তথাপি অত্যল্প ফলহয় আর যদিমধ্যপ্রকারে থাকেন তবে ফলভার হেতু শাখা নম্রী ভূতা হয়। অপর দৃষ্টান্ত যেং নদীতে অতিশয় প্রবলতর বেগ জন্মে সেই সকল নদীতে চর হয় তাহাতে নদীমগ্না কোনং নদীতে দহ হেতু বেগকে অধোগামি করে এবং যে সকল নদীতে অত্যল্পবেগ সেই নদী ত্বরায় মগ্না হয় আর মাধুর্য্য গতিযুক্তা নদী কদাচ ভগ্না কি মগ্না হয় না এবং মনুষ্যদিগের পার ও স্নানে সেইনদী অতিসুখদা হয়। অতএব যাঁহারা নিরোগ হইয়া স্বচ্ছন্দে সুখে কালযাপন করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা সর্ব্বদা মাধুর্য্যাবলম্বন করুন। ইহার বিপরীতাচরণে অতিশয় ক্লেশ ও মানহানি ও মনঃপীড়া ও প্রাণ নাশ হয়॥

শীলতাবিষয়ক।

সদাচার ও উত্তমরীতিতে থাকিয়া অন্যাপেক্ষা আপনাতে যে লঘুজ্ঞান তাহার নামশীল ইহাতে যে ধর্ম্ম আছে তাহার নাম শীলতা অহংকার ও দম্ভ প্রভৃতিকে সকলে নিন্দা ও পরিত্যাগ করিবেন এই নিমিত্ত জগৎস্রষ্টা শীলতাকে সৃজন করিয়া মনুষ্য দিগের চিত্তেস্থাপন করিয়াছেন। অতএব দেখ যেজন অন্যব্যক্তিকে প্রধানত্ব রূপে মান্যতা পূর্ব্বক আদর করেন সেই সুশীল ব্যক্তির যদি কেহ শত্রু থাকেন তিনিও মিত্র হয়েন

জ্ঞানচন্দ্রিকা।

আর শী[illegible] অলঙ্কৃত [illegible] সকলেই শত্রু মিত্র কেহ হয়েন না আর শীলতাদ্বারা আপনারা [illegible] তাহাতে অন্য মনুষ্যদিগের গুণ ও মান্যতা বিবেচনা করণে শীল ব্যক্তি সমর্থ হয়েন অপরের গুণ বিবেচনা করিলে যে তাহার কত সন্তোষ জন্মে তাহা বিবেচনাপূর্ব্বক আপনারাই জানিবেন এবং শীলযুক্ত জন আপনারও বুদ্ধি ও বিদ্যা বিবেচনা করিতে যোগ্য হয়েন তাহাতে অহঙ্কার ও দম্ভ প্রভৃতি জন্মে না। আর শীলতা দ্বারা সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি হয় ও মান্যের মান রক্ষা ও আপনার অন্য২ গুণ দ্বিগুণ প্রকাশ পায়। আর যদ্যপি শীলবানের কোন দোষ থাকে তবে সেই দোষ গুপ্ত পায় ইহার দৃষ্টান্ত আম্রফল স্বভাবতঃ শ্যামবর্ণ কিন্তু পক্বদশায় ঐ শ্যামতা পীতত্বকে পায় তাহার ন্যায় জানিবে। এবং যে সকল লোক অহঙ্কৃত ও দাম্ভিক তাঁহারা আপনার বুদ্ধি ও বিদ্যা প্রভৃতি কিছুই জানিতে পারেন না আর [illegible] কি জানিবে দেখ চিত্তের বশে শক্তি দিগকে নিরন্তর বশ্য করেন এবং বিদ্বানকে শাস্ত্র আলোচনাতে [illegible] কিন্তু শীলতা দ্বারা সকলেই বশীভূত হয়েন অতএব মনুষ্যেরা শীলতাকে যত্নে অভ্যাস করিবেন যে তদ্দ্বারা চিরকাল পরম সুখ প্রাপ্ত হইবে।

সমাপ্তোয়ং গ্রন্থঃ।